বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

العرفة اسلامی بنك لميتيد

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
العرفة اسلامى بنك لميتيد
AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED
(শরীয়াহ্ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এর অনন্য সমন্বয়)

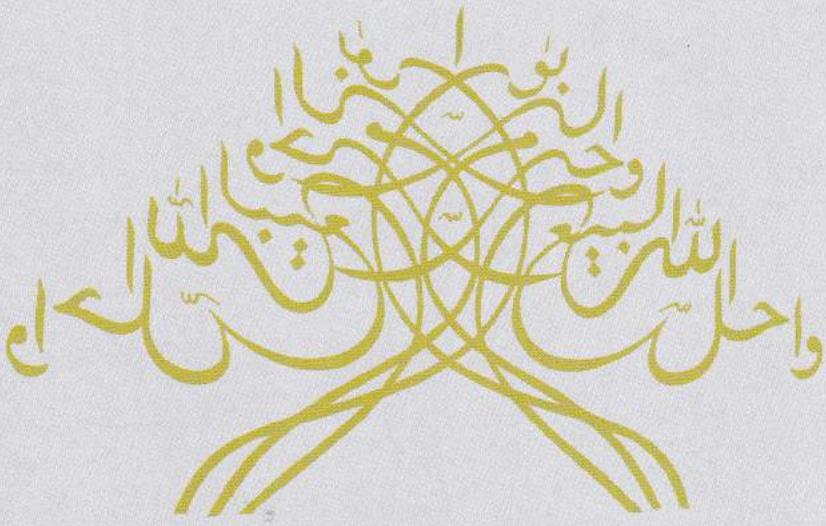

আমি ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছি,
আর সুদকে করেছি হারাম – *আল্ কুরআন*

সুদ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত

بسم الله الرحمن الرحيم

الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰو لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ. وَ اَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ. (٢٧٥)

"যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ, তারা বলে : ব্যবসা তো সুদেরই মতো অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার রবের তরফ থেকে এই উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে এই সুদ খাওয়া হতে বিরত থাকবে– সে আগে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাকারাহ্-২৭৫)

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. (٢٧٨)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো, আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে, তা ছেড়ে দাও, যদি বাস্তবিকই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো।" (সূরা বাকারাহ্-২৭৮)

সুদ সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) এর বাণী

- হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুদদাতা ও সুদগ্রহীতা উভয়ের উপর অভিশাপ (লা'নত) দিয়েছেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)
- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের চুক্তিপত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর অভিশাপ (লা'নত) দিয়েছেন এবং বলেছেন, তারা সকলে সমান অপরাধী। (মুসলিম শরীফ)
- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সুদভিত্তিক মুদ্রা ব্যবসায়ীদের জাহান্নামের খবর পৌঁছে দিও। (তাবরানী)

সুদ সম্বন্ধে অন্যান্য ধর্ম ও বিজ্ঞজনের বাণী

হযরত মুসা (আঃ)-এর দু'টি কিতাব, যা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত, সেগুলোতে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। 'Exodus'-এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি আমার কোন গরীব লোককে টাকা ধার দাও, তবে তোমরা তার উত্তমর্ণ মহাজন হবে না এবং তোমরা তার কাছ থেকে সুদ আদায় করবে না।"

অনুরূপভাবে ইহুদীদের দ্বিতীয় আরও একটি গ্রন্থ 'Deuteronomy'-এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে, "তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ধার দেবে না – অর্থের উপর সুদ, খাদ্য সামগ্রীর উপর সুদ এবং যে কোন জিনিস যা ধার দেয়া হয় তার উপর সুদ।"

হিব্রু মতবাদকে মুসাই বা ইহুদী মতবাদ বলা হয়। "Mosaic Laws" বা হযরত মুসা (আঃ) প্রবর্তিত Commands বা আদেশবাণীই হিব্রু মতবাদের ভিত্তি। এতে অন্যান্য আর্থনীতিক দিকের মধ্যে সুদ সম্পর্কিত স্পষ্ট নির্দেশ আছে।

হিন্দু মতবাদ মতে মহাজনী ব্যবসা বা সুদের ব্যবসা শুধু বৈশ্যদের একচেটিয়া ছিল। প্রাচীন Mosaic অনুশাসনে সুদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বিধান ছিল সম্পূর্ণভাবে ইহুদীদের জন্যে।

এক ইহুদী অন্য ইহুদীকে টাকা বা জিনিস ধার দিয়ে কোন রকম সুদ নিতে পারতো না। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের নিকট ধার দিয়ে সুদ নেয়ার বিধান প্রচলিত ছিল।

কোন কোন লেখক 'তালমুদ' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, কেবল ইহুদী নয় কারো নিকট হতে সুদ নেয়া হিব্রু পয়গাম্বরগণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। (–Eric Roll– A History of Economic Thought : Page 48)

খ্রীষ্ট ধর্মের একেবারে শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তিকাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। Christ said, "Lend hoping for nothing again. (Luke vi.35 Haney : History of Economic Thought. 1964, Page 101)

সূচিপত্র

পঞ্চম পরিচালক পর্ষদ	৬
দ্বিতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল	৭
নির্বাহীবৃন্দ	৮
List of Correspondent Banks and Agents	৯
পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি	১০
পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন	১১
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পাঁচ বছর	২৫
শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রতিবেদন	২৬
নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন	২৭
ব্যালেন্স শীট	২৮
লাভ-লোকসান হিসাব	৩০
১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের হিসাবের টীকা	৩২
শাখার তালিকা	৪০
প্রতিনিধি পত্র	

পঞ্চম পরিচালক পর্ষদ

ক্রমিক নং	উদ্যোক্তা পরিচালক	পেশা	ঠিকানা
০১।	আলহাজ্ব এ. জেড. এম. শামসুল আলম	সরকারের সাবেক সচিব	১৫/৩, নিউ বেইলী রোড (২য় তলা), ঢাকা।
০২।	আলহাজ্ব মোঃ হারুন-অর-রশীদ খান	ব্যবসা	বাড়ী # ১৯, রোড # ১৯/এ, বনানী, ঢাকা।
০৩।	আলহাজ্ব আহমেদ আলী	ব্যবসা	৯৬, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।
০৪।	আলহাজ্ব নাজমুল আহসান খালেদ	ব্যবসা	৭৬০, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
০৫।	আলহাজ্ব মোঃ সাইফুল আলম	ব্যবসা	৯৫০, আসাদগঞ্জ, ওসমান মঞ্জিল, ২য় তলা, চট্টগ্রাম।
০৬।	আলহাজ্ব ডাঃ বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইউসুফ	ব্যবসা	বি-১/১৫, মসজিদ রোড, নিউ ডিওএইচএস, ঢাকা।
০৭।	আলহাজ্ব আব্দুল মালেক মোল্লা	ব্যবসা	২, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা ডায়িং গার্মেন্টিস, মগবাজার, ঢাকা।
০৮।	আলহাজ্ব ডাঃ ডি. এম. আমানুল হক	ব্যবসা	৯/এ, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, ঢাকা।
	প্রতিনিধি ঃ এ,এস,এম, মঈন উদ্দিন মোনেম বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	৬, হাবিবুল্লাহ বাহার রোড, শাহবাগ, ঢাকা।
০৯।	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হাদী	ব্যবসা	৩১৮, সিরাজ উদ্দৌলা রোড, চন্দনাপুরা, চট্টগ্রাম।
১০।	আলহাজ্ব মুহাম্মাদ হারুন	ব্যবসা	১০২৫/বি, হাউজিং সোসাইটি, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
	প্রতিনিধি ঃ জনাব আকবর হোসাইন, বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	১০২৫/বি, হাউজিং সোসাইটি, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১১।	আলহাজ্ব মোঃ বাদশা মিয়া	ব্যবসা	১০২৫/বি, হাউজিং সোসাইটি, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১২।	আলহাজ্ব মোঃ এজহার মিয়া	ব্যবসা	১, আমির আলী চৌধুরী রোড, আমির মার্কেট খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
১৩।	আলাহাজ্ব হাফেজ মোঃ এনায়েত উল্যা	ব্যবসা	২, মকিম কাটারা, মৌলভীবাজার, ঢাকা।
১৪।	আলহাজ্ব মোঃ নূরুল হক	ব্যবসা	২৩২-২৩৪, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
১৫।	আলহাজ্ব মোঃ আনোয়ার হোসেন	ব্যবসা	রোড # ১, বাড়ী # ৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৬।	আলহাজ্ব কাজী মোঃ মফিজুর রহমান	ব্যবসা	৪০/১, ইনার সার্কুলার রোড, নয়া পল্টন, ঢাকা।
১৭।	আলহাজ্ব মীর আহামদ সওদাগর	ব্যবসা	২৮১, নিউ চাকতাই, চট্টগ্রাম।
	প্রতিনিধি ঃ আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	২৮১, নিউ চাকতাই, চট্টগ্রাম।
১৮।	আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া	ব্যবসা	বাড়ী # ২৪, রোড # ১, জাকির হোসেন রোড, খুলসি, চট্টগ্রাম।
১৯।	আলহাজ্ব বদিউর রহমান	ব্যবসা	প্রিয় প্রাঙ্গণ, কক্ষ নং ০৫০৬, ২, পরিবাগ, ঢাকা।
২০।	আলহাজ্ব মুহাম্মাদ মাহতাবুর রহমান	ব্যবসা	পোঃ বক্স # ১৩৭৫৪, দেউরা, দুবাই, ইউ এ ই।
	প্রতিনিধি ঃ সৈয়দ বশির আহমেদ, বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	১২/২, তাজমহল রোড, নীচ তলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
২১।	আলহাজ্ব আব্দুল মোক্তাদীর	ব্যবসা	৭৫/৮, সুখুম্বিত রোড, সোল-৩ ব্যাংকক-১০১১০, থাইল্যান্ড।
	প্রতিনিধি ঃ কাজী শাহ্ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ), বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	১০, দিলকুশা, জীবন বীমা ভবন, ৯ম তলা, ঢাকা।
২২।	আলহাজ্ব কাজী আবু কাউছার	ব্যবসা	৭১, মতিঝিল বা/এ, (৫ম তলা), ঢাকা।
২৩।	আলহাজ্ব ফজলুর রহমান	ব্যবসা	পোস্ট বক্স # ১৩৭৫৪, দুবাই, ইউ এ ই।
	প্রতিনিধি ঃ জনাব মোঃ কফিলুর রহমান, বিকল্প পরিচালক	ব্যবসা	মেসার্স কাজী এন্ড সন্স, লালদীঘির পার, সিলেট।
	পরিচালক (বি গ্রুপ)		
২৪।	আলহাজ্ব খন্দকার মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্মেদ	ব্যবসা	প্রিয় প্রাঙ্গণ, কক্ষ নং ০৫০৫, ২ পরিবাগ, ঢাকা।
২৫।	আলহাজ্ব মোঃ সিরাজ-উদ-দৌলা	ব্যবসা	মোহাম্মদিয়া হাউজিং, ৯৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
	পরিচালক (পদাধিকার বলে)		
২৬।	আলহাজ্ব আব্দুল আহাদ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) (৩১.১২.১৯৯৯ পর্যন্ত)	চাকুরী	৩/সি, হোপ এপার্টমেন্ট, ২১ সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল মতিন
কোম্পানী সচিব

দ্বিতীয় শরীয়াহ্ কাউন্সিল *

মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান	–	*চেয়ারম্যান*
মাওলানা রুহুল আমীন	–	*সদস্য সচিব*
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	–	*সদস্য*
মাওলানা রূহুল আমীন খান	–	*সদস্য*
জনাব মাইমুল আহ্সান	–	*সদস্য*
মাওলানা ইউসুফ আব্দুল মজিদ	–	*সদস্য*
জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম	–	*সদস্য*

★ *বাংলাদেশ ব্যাংক-এর লেটার অব ইনটেন্ট, বিসিডি (পি) ৭৪৪ (ক) ২৩২৩, তারিখ ৬.১২.১৯৯৪-এর প্রদত্ত শর্তানুযায়ী (ড) গঠিত।*

নির্বাহীবৃন্দ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আব্দুল আহাদ
(৩১.১২.১৯৯৯ পর্যন্ত)

এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট
মতিনউদ্দিন আহমদ

সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোঃ সিরাজুল ইসলাম ভূঁইয়া
এ. কে. এম. ফজলুল হক
এস. এ. এম. হাবিবুর রহমান

ভাইস প্রেসিডেন্ট
ফয়েজ আহমদ
মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার
মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
মোঃ আনিছুর রহমান
মোঃ আব্দুল গোফরান
সৈয়দ এমদাদুল হক
মোঃ আব্দুল মতিন

সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোঃ মোয়াজ্জম হোসেন
মোঃ মিজানুর রহমান
হাদী ফেরদাউস আহমদ
মোঃ মাহতাব হোসেন
মোঃ আওকাত আলী
এ. এইচ. এম. মুসা
মোঃ এমদাদুল হক
মোল্লা আলী আহমদ
এ. এইচ. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী
মোঃ আবদুল হক
মোঃ আবদুল জলিল মিয়া
মোঃ নূরুল আবসার
মোঃ নাজির আহমদ চৌধুরী
মোঃ শাহ্‌জাহান
মোঃ আতিকুর রহমান
মোঃ এনামুল হক
শেখ মঈন উদ্দিন
মোঃ আবুল কাশেম
খন্দকার এনায়েত হোসেন
মোঃ আনিছুর রহমান

নিরীক্ষক

এম. আহমেদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস
৭, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা।

আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস
৭৩/৩, গ্রীন রোড, ঢাকা।

নিবন্ধনকৃত কার্যালয়
রহমান ম্যানশন, ১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : পিএবিএক্স ৯৫৬৮০০৭, ৯৫৬০১৯৮, ৯৫৬৭৮৮৫, ৯৫৬৭৮১৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৫৬৯৩৫১, টেলেক্স : ৬৩২৪০৯ AIBMBJ
E-mail : alarafah@bangla.net

List of Correspondent Banks and Agents

01. Standard Chartered Bank Ltd. (Global)
02. American Express Ltd. (Global)
03. Hong Kong Shanghai Banking Corporation Ltd. (Global)
04. Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd. (Global)
05. Sonali Bank, Calcutta
06. Veriens Und Westbank, Hamburg, Frankfurt
07. Romanian Commercial Bank-Bucharest, Romania
08. Mashreq Bank PSC, New York, London, Dubai, Hong Kong
09. Bayerische Vereins Bank, Munich
10. ABN Amro Bank, Hamburg, Germany
11. Danske Bank, A/S. Copenhagen, Denmark
12. Midland Bank, London
13. Dresdner Bank AG, Frankfurt
14. Creditanstalt Vienna, Austria
15. Pamuk Bank, Istanbul, Turkey
16. Banque Saradar Sal Beirut, Lebanon
17. Comma Bank Ltd., Kenya
18. Svenska Handels Banken, Sweden
19. Deutche Bank AG, Hamburg, Frankfurt
20. Bank Kreiss AG, Frankfurt, Germany
21. Bank One N A, Hong Kong
22. The Bank of New York, New York
23. A B N Amro Bank, Amsterdam, The Netherlands
24. Credito Bergamasco, Italy
25. Deutsche Bank, Milano, Italy
26. Bank Austria, Vienna
27. Skandinaviaka Enskilda Banken, Sweden
28. Arab Banking Corporation, Singapore
29. Union De Bangues Arabeset Francais, (UBAF) Singapore
30. Al-Rajhi Banking and Investment Corporation, Riyadh
31. Bank Islam Malaysia, Kuala Lumpur
32. Bank Al-Jazira, K.S.A.
33. Kenya Commercial Bank, Kenya
34. BHF Bank, Frankfurt, Germany
35. Bank Hadlowi-Warsaw, Polland

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়
১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নোল্লেখিত কার্যাবলী সম্পাদনকল্পে আগামী ২১ নভেম্বর, ২০০০ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ঃ

আলোচ্যসূচি

১। ২৩ আগষ্ট, ১৯৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

২। ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যালেন্স শীট ও লাভ-লোকসান হিসাব এবং এর উপর পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

৩। ১৯৯৯ সালের লভ্যাংশ ঘোষণা।

৪। ব্যাংকের সংঘবিধি অনুযায়ী উদ্যোক্তা পরিচালকগণের অবসর গ্রহণ ও পুনঃনির্বাচন।

৫। ব্যাংকের পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৬। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে অন্য কোনো বিষয়।

ব্যাংকের সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারকে উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,

তারিখ, ঢাকা
১২ অক্টোবর, ২০০০

মোঃ আব্দুল মতিন
কোম্পানী সচিব
ফোন ঃ ৭১১৩৬৯৪

দ্রষ্টব্য

১। ব্যাংকের শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার ৩.১১.২০০০ থেকে ২১.১১.২০০০ (উভয় দিনসহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

২। সাধারণ সভায় উপস্থিত ও ভোটদানের যোগ্য কোন শেয়ারহোল্ডার তাঁর পরিবর্তে সভায় উপস্থিত ও ভোটদানের জন্য একজনকে প্রক্সি মনোনীত করতে পারেন। প্রক্সি ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ৮/- টাকা মূল্যমানের রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ব্যাংকের শেয়ার বিভাগে (১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০) অবশ্যই জমা দিতে হবে।

৩। সভায় বক্তব্য দানকারী/সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের কোন প্রশ্ন থাকলে সভার ৭ দিন পূর্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/শেয়ার বিভাগে (১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা) পাঠানোর জন্যে বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে।

৪। সভার দিন বেলা ১২:০০ টার মধ্যে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের নাম সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে অবশ্যই নিবন্ধন করার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। বেলা ১২:০০ টার পর নিবন্ধন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে।

৫। সভাকক্ষের আসন কেবলমাত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/প্রক্সিহোল্ডারদের জন্যে সংরক্ষিত।

পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা নিখিল জাহানের মালিক আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে। শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক রাসুল মুহাম্মাদ (সঃ), তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণের উপর।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ,

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

পরিচালক পর্ষদ আনন্দের সাথে পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদেরকে খোশ্-আম্‌দেদ জানাচ্ছে এবং ৩১.১২.১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসহ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছে।

১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা ও তৎপরবর্তী সমস্যাবলী কাটিয়ে সঠিক কৃষিনীতি ও বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করে কৃষিতে বাম্পার ফলন সম্ভব হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদের মোট প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) হার পূর্ববর্তী বছরের ৫.২ শতাংশ থেকে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৪.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে তা ৫.৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্থির মূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে প্রবৃদ্ধির হার ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ৮.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা খানিকটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.২ শতাংশে। মূল্যস্ফীতির হার ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের শতকরা ৬.৯৯ ভাগ হতে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে শতকরা ৮.৯০ ভাগে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে তা কমে ৫.০৮ শতাংশে নেমেছে।

২। ব্যাংকিং সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার

দেশের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৯৯৭-৯৮ সালে ১২.৬% থেকে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ১৩.০১% -এ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে বেসরকারী খাতে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৩%। তা ১৯৯৮-৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.০৮%-এ দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে অর্থ সরবরাহ সম্প্রসারণের পরিমাণ ছিল ৪.০৮% যা ১৯৯৮-৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮.০৬%। ১৯৯৮-৯৯ সালে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির শতকরা হার ১৪.০২% (৫৯২,৩৪০ মিলিয়ন টাকা) যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১১.০৩%।

১৯৯৮-৯৯ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৩২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫১৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার ২.০৯%। ১৯৯৮-৯৯ সালে আমদানীর জন্যে পরিশোধ করা হয়েছিল ৮০১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৬.০৬% বেশী। আমদানীর জন্যে অতিরিক্ত পরিশোধ করার কারণে কারেন্ট একাউন্ট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ২৯ আগষ্ট, ১৯৯৯ সাল থেকে ব্যাংক রেট কমিয়ে শতকরা ৮ ভাগ থেকে শতকরা ৭ ভাগে নির্ধারণ করেছে এবং Insider Lending নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নির্দেশ জারী করেছে ঃ

(ক) ব্যাংক পরিচালকগণ নিজ নামে ধারণকৃত শেয়ারের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক ঋণ নিতে পারবেন না এবং ঋণ গ্রহণ করতে হলে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ সভার অনুমোদন আবশ্যক হবে।

(খ) Insider Lending-এ স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ স্থিতিপত্রে প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৩। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য

- ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা ব্যাংকের অন্যতম প্রধান নীতি। সুদের বৈধ বিকল্প মুনাফা। সুদের পরিবর্তে মুশারাকা, মুদারাবা, বাই-মুয়াজ্জাল, হায়ার পার্চেজ, লিজিং, কর্জ্ব, ইত্যাদি বিভিন্ন সুদ বিবর্জিত পদ্ধতিতে (Modes) হালাল ব্যবসায় ব্যাংক বিনিয়োগ করে; যার লক্ষ্য হচ্ছে ইহলোকে জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এবং পরলোকের মুক্তি।

- সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে আর্থ ব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের দাবী অনুসারে এবং সমগ্র দেশের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই হালাল ব্যবসায় ব্যাংক বিনিয়োগ করে। অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যে ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গৃহীত নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামো গঠনের প্রয়াসে ব্যাংক অংশ গ্রহণ করে।

- পর্যালোচনাধীন বছরে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার শতকরা ৭০ ভাগ ব্যাংকের সকল মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

- মুদারাবা পদ্ধতিতে আমানতকারীগণ ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত আয়ের অংশীদার।

- কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থিক উন্নয়ন, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, অনুন্নত গ্রামীণ এলাকার সুষম উন্নয়নে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বদ্ধপরিকর।

- ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি, সৌহার্দ ও সম্প্রীতিবোধ এবং কোরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক একাত্মতা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্যে উন্নত সেবা প্রদানে তাদেরকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়।

- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি জনকল্যাণকর কর্মকান্ডে ব্যাংক অবদান রেখে চলছে। আল-আরাফাহ্ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা (ইংলিশ মিডিয়াম) ও গণ গ্রন্থাগার পরিচালনা এ সকল কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম।

৪। মূলধন

১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইন এবং ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের বিধান মোতাবেক জনসাধারণের মধ্যে ১৯৯৮ সালে শেয়ার বিক্রয়ের ফলে ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ১২৬.৫০ মিলিয়ন (প্রাথমিক জমা ১০১.২০ মিলিয়ন + বোনাস শেয়ার ২৫.৩০ মিলিয়ন) টাকা থেকে ২৫৩.০০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। এতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশোধিত মূলধন

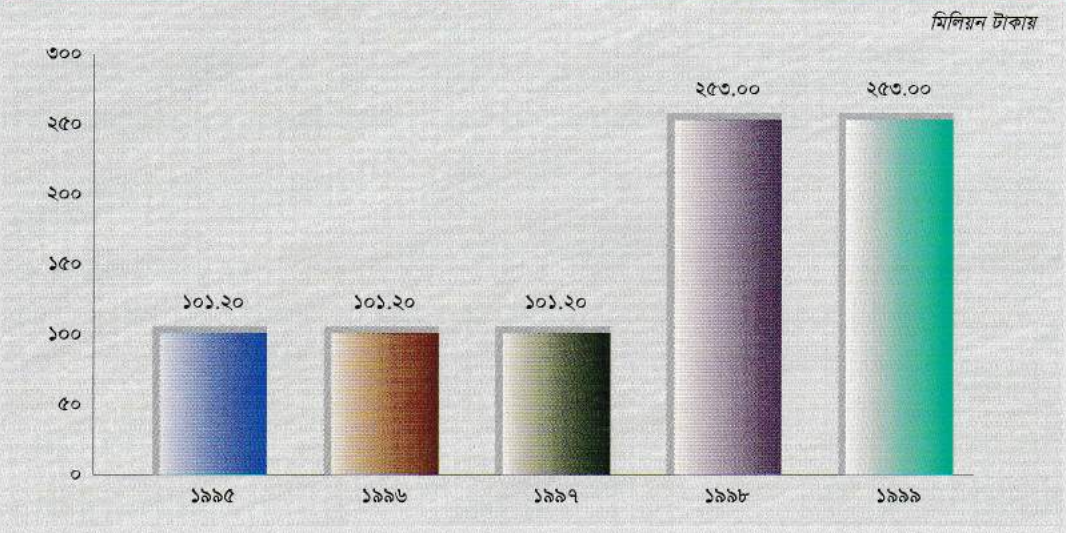

৫। ব্যাংকের আমানত

ব্যাংকের জমা ৩১.১২.৯৮ তারিখে ৪৫৩৪.৭৪ মিলিয়ন টাকা থেকে ৩১.১২.৯৯ তারিখে ৬৪১৫.৭৯ মিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রবৃদ্ধির হার ৪১.৪৮ শতাংশ। একই সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতে এই প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল শতকরা ১৪.২০ ভাগ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে পূর্ববর্তী বছরের ৯০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির স্থলে পর্যালোচনাধীন বছরে ১৪১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এটি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং জমাদাতাদের সমর্থন ও আস্থার বহিঃপ্রকাশ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে আমানত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চালু করেছে যা ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে ঃ

আমানত

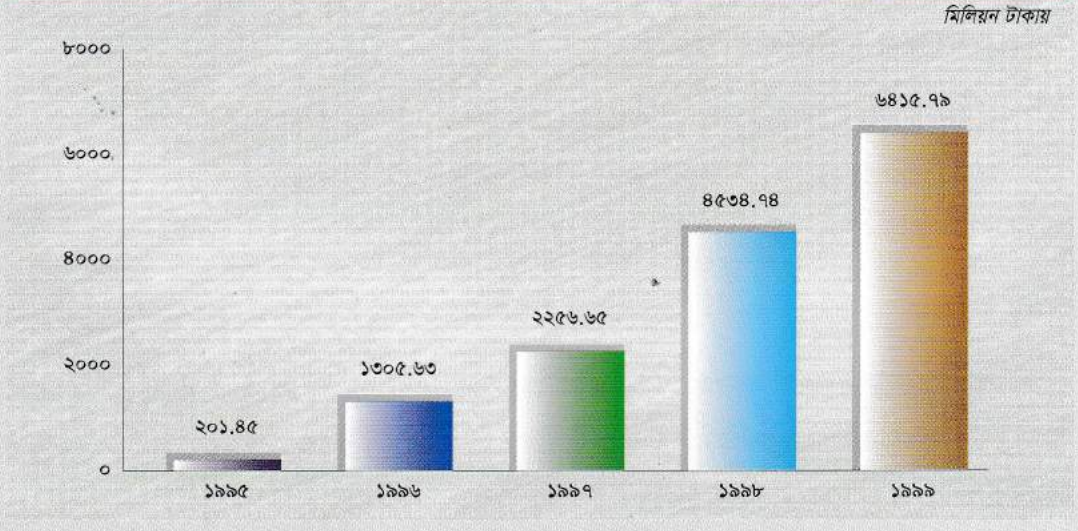

ক. মুদারাবা মেয়াদী সঞ্চয়ী জমা

এ প্রকল্পাধীনে মাসে ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকা, ১৫০০ টাকা এবং ২০০০ টাকা হারে জমা রাখা হয়। এই স্কীমের অধীনে জমার মেয়াদ ৫, ৮, ১০ কিংবা ১২ বছর।

খ. মাসিক মুনাফা প্রদানভিত্তিক ৫ বছর মেয়াদী মুদারাবা জমা

এ প্রকল্পের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য ১.০০ লাখ, ১.১০ লাখ,. ১.২০ লাখ ও ১.২৫ লাখ টাকা কিংবা তার গুণিতক অংকে জমা গ্রহণ করা হয়। পর্যালোচনাধীন বছরে ব্যাংক লাখ প্রতি মাসিক ৯৬৯.০০ টাকা এবং তদুর্ধ্ব জমার জন্যে আনুপাতিক হারে মুনাফা প্রদান করেছে।

গ. মাসিক হজ্ব জমা

মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ১ থেকে ২০ বছর সময়ের জন্যে হজ্ব জমা গ্রহণ করা হয়। আমানতকারীগণ এ হিসাবে জমা সঞ্চয় করে লভ্যাংশসহ সঞ্চিত অর্থে হজ্ব পালন করতে পারেন।

ঘ. এককালীন হজ্ব জমা

এ প্রকল্পের অধীনে একটা নির্দিষ্ট অংকের জমা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে গ্রহণ করা হয়। নিয়ম মাফিক এ জমার সাথে বছর বছর লভ্যাংশ যুক্ত হতে থাকে। যখনই এ ধরনের জমার মেয়াদ পূর্ণ হয় তখন তা দিয়ে জমাদাতা হজ্ব ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। এ প্রকল্পাধীনে অভিভাবকরা তাদের উত্তরাধিকারীর হজ্ব পালনের জন্যেও হিসাব খুলতে পারেন। ব্যাংক এ ধরনের জমার উপর সর্বোচ্চ হারে মুনাফা প্রদান করে।

ঙ. সঞ্চয় বিনিয়োগ জমা

এ প্রকল্পাধীনে মাসিক কিস্তি ভিত্তিতে জমা গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সহায়ক জমানত ছাড়া জমাদাতাকে তাঁর জমার দ্বিগুণ পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে যে কোনো ব্যক্তি তাঁর সঞ্চিত টাকা এবং ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রহণ করে ব্যবসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

চ. বিবাহ সঞ্চয় জমা ও বিনিয়োগ প্রকল্প

বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্যে এ ধরনের হিসাবে মাসিক নির্দিষ্ট কিস্তিতে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত টাকা জমা রাখতে হয়। গহনা, আসবাবপত্র ইত্যাদি কেনার জন্যে ব্যাংক জমার দ্বিগুণ কিংবা ৩০,০০০ টাকার মধ্যে যা বেশী সে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করে। বিনিয়োগের জন্যে সহায়ক জামানতের প্রয়োজন হয় না।

ছ. সঞ্চয় বন্ড জমা

এ প্রকল্পের অধীনে ৩ বছর, ৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদের জন্যে ব্যাংক ১০,০০০ টাকা ২৫,০০০ টাকা ও ১০০,০০০ টাকার মুদারাবা সেভিংস বন্ড চালু করেছে। মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ বন্ডের টাকা দেড়গুণ, এমনকি দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইনশাআল্লাহ্।

৬. বিনিয়োগ

পূর্ববর্তী বছরের ২২৫৯.৭৬ মিলিয়ন টাকা থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে পর্যালোচনাধীন বছরে ৩৩০৬.৩৮ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৪৬.৩২ শতাংশ। আলোচ্য বছরে এক্ষেত্রে দেশের ব্যাংকিং খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১১.৫২ ভাগ। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পর্যালোচনাধীন বছরে খুব গতিশীল না থাকলেও এ ব্যাংকের বিনিয়োগ হ্রাস না পেয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বিনিয়োগ প্রোডাক্ট প্রচলনের মাধ্যমে ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য হ্রাস এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যে প্রচেষ্টা জোরদার করা হচ্ছে। ব্যাংক নিম্নলিখিত শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রাহকদেরকে বিনিয়োগ প্রদান করে ঃ

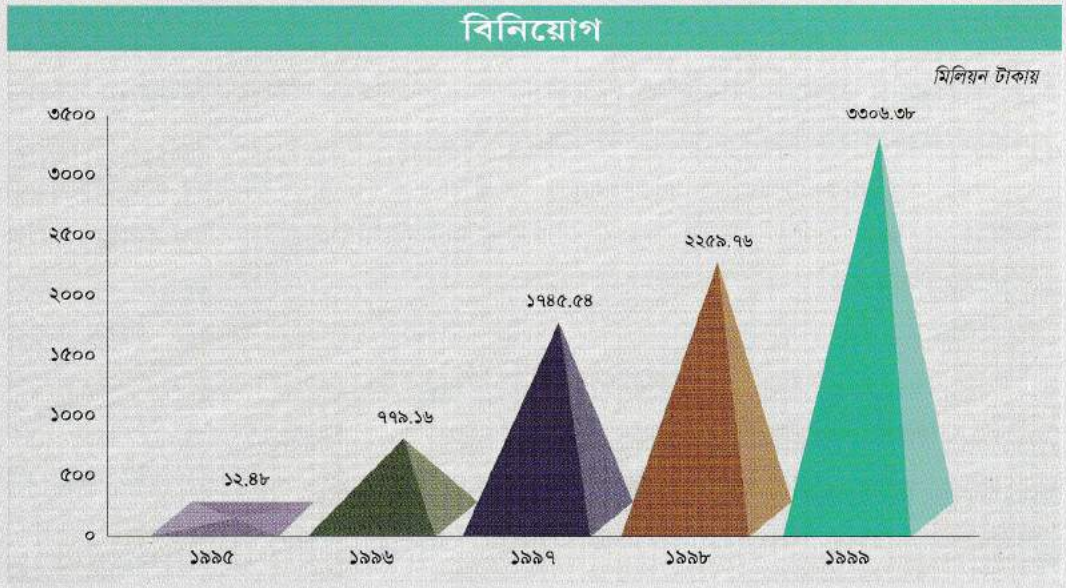

ক. মুরাবাহা

মুরাবাহা পদ্ধতিতে গ্রাহকের ফরমায়েশ মোতাবেক শরীয়াহ্ অনুমোদিত কোনো পণ্য ক্রয় করে লাভসহ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করা হয়। অন্য কথায়, ক্রয় মূল্যের সাথে লভ্যাংশ যোগ করে বিক্রয় করাকে মুরাবাহা বলে। বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধ মোতাবেক কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে মাল কেনা হয়। ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য উভয়ই গ্রাহককে অবহিত করা হয়। মাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। গ্রাহক ক্রমান্বয়ে অথবা এককালীন মূল্য পরিশোধ করে মালের ডেলিভারী নিয়ে থাকেন।

খ. বাই-মুয়াজ্জাল

বাই-মুয়াজ্জাল বলতে ক্রয় মূল্যের সাথে লভ্যাংশ যোগ করে বাকিতে বিক্রয় করা বুঝায়। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিতে হয়। গ্রাহক এবং ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত নিশ্চিত চুক্তির ভিত্তিতে গ্রাহকের ফরমায়েশ মোতাবেক কোন তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে মাল কেনা হয়। ব্যাংক মাল স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনার পর বাকিতে গ্রাহককে ডেলিভারী দেয়। গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করেন। ক্রমান্বয়ে পরিশোধের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ হিসাব সমন্বিত হয়।

গ. বাই-সালাম (আগাম ক্রয়)

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোনো উৎপাদক কিংবা সরবরাহকারীর নিকট থেকে চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে মাল ক্রয় করে নেয়। পণ্যের মূল্য আগাম পরিশোধ করা হয় এবং নির্ধারিত ভবিষ্যত কোনো তারিখে ব্যাংকে মাল সরবরাহ করা হয়। এ চুক্তিতে মালের পরিমাণ, গুণগত মান, আকার-আকৃতি, মূল্য, ডেলিভারীর সময়, ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়।

ঘ. ইজারা বিল-বাইয়ি (হায়ার পার্চেজ, শিরকাতুল মিল্‌ক)

ক্রমাগত ব্যবহার করা যায় এমন পণ্য - যেমনঃ মোটর গাড়ি, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয় পক্ষ থেকে পুঁজি যোগানোর মাধ্যমে ক্রয় করে ভাড়ার ভিত্তিতে গ্রাহককে প্রদান করা হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাহক কিস্তিতে ব্যাংকের মূল পাওনা ও চুক্তিভিত্তিক ভাড়া পরিশোধ করেন। ব্যাংকের মূল বিনিয়োগের উপর ভিত্তি করে ভাড়া সাব্যস্ত করা হয়। ব্যাংকের মূল বিনিয়োগ যতদিন পরিশোধিত না হচ্ছে ততদিন গ্রাহক পণ্যটির উপর ভাড়া প্রদান করে থাকেন।

ঙ. মুদারাবা

উদ্যোক্তার দক্ষতা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যাংক গ্রাহককে পুরো মূলধন সরবরাহ করে। ব্যবস্থাপক হিসেবে উদ্যোক্তা ব্যবসা পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষ সম্মত হারে লভ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। কিন্তু লোকসানের পুরো দায়ভার ব্যাংক একাই বহন করে। ব্যাংক যদি ইচ্ছা করে তাহলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের বিনিয়োগ তদারকি করতে পারে কিন্তু সরাসরি ব্যবসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

চ. মুশারাকা

ইসলামী শরীয়াহ্ অনুমোদিত "শিরকাত আল ইনান" (অসম অংশদারিত্ব) নীতির অধীনে উভয় পক্ষ (ব্যাংক এবং গ্রাহক) পুঁজির যোগান দেয়। লাভ উভয় পক্ষ সম্মত হারে বন্টন করে নেয়। কিন্তু পুঁজির আনুপাতিক হারে লোকসান বহন করতে হয়। ব্যাংক বিনিয়োগের ব্যবহার তত্ত্বাবধান করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে।

ছ. কর্জ্জ

ব্যাংক বিশেষ ক্ষেত্রে যথাযথ নগদ জামানতের (Cash Collateral) বিপরীতে কর্জ্জ বা ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পুঁজির জন্যে ব্যয়ের আনুপাতিক হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়।

জ. বিশেষ বিনিয়োগ

আয়বর্ধক কর্মকান্ডসহ অর্থনীতির সকল দিক ব্যাংকের বিনিয়োগের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে নতুন নতুন স্কীমের মাধ্যমে ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে ও নিবিড়ভাবে তদারক করছে। ব্যাংক ইতোমধ্যেই সীমিত আয়ের লোকজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চালু করেছে ঃ

১. কাঙ্খিত সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প
২. মসজিদ-মাদ্রাসা ভিত্তিক বিনিয়োগ প্রকল্প
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প
৪. বিশেষ পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প
৫. পরিবহন বিনিয়োগ প্রকল্প

খাতওয়ারী বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের খাত	টাকা
১	চিনি	১৩৩.৮৭
২	সিমেন্ট	৮৭.৮৯
৩	ভোজ্য তেল	২৯.৬৩
৪	নির্মাণ সামগ্রী ও রড সিমেন্ট, ইট ইত্যাদি	৬৯.১৯
৫	শিশু খাদ্য/গুড়ো দুধ	১৩৬.৯০
৬	রিয়েল এস্টেট	২৮৩.৪৩
৭	শিপ ব্রেকিং	৫৬.৯১
৮	টেক্সটাইল	৮২.০৩
৯	গার্মেন্টস	৩৩২.১০
১০	গোল আলু	১৭.৪৯
১১	কাপড়	৬১.৬৮
১২	এম এস রড, সি আই সীট, বি পি সীট	১৩২.৬৮
১৩	কয়লা ও ফার্নিস ওয়েল	২৫.২৩
১৪	নাইলন ও মনোফিলামেন্ট নেট	৩৩.৩০
১৫	রাসায়নিক	১০৯.৮৭
১৬	গম	১৩.১৯
১৭	পি ভি সি রেজিন	৫.৩২
১৮	ডিটারজেন্ট	২৬.৭৬
১৯	জিরা	২১.৯৪
২০	ফেব্রিক্স ও একসেসরিজ	১১০.৭১
২১	কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী	২২.০০
২২	ক্রোকারিজ	৭.২৫
২৩	সুয়েটার	২৫.৬৩
২৪	ছাতার কাপড় ও ছাতার শিক	৮.৩৪
২৫	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী	১৮৩.৭০
২৬	নিউজ প্রিন্ট	৪৮.৮১
২৭	পাওয়ার টিলার	৪১.২২
২৮	ফটোস্ট্যাট মেশিন ও টাইপ-রাইটার	৪.৩৫
২৯	মটর সাইকেল	৭.৮৭
৩০	জুতা	৩.৪১
৩১	মোটর গাড়ী	৮.৩৮
৩২	চাল	১৫৯.৬৭
৩৩	কার্পেট	২.৮৭
৩৪	লবণ	৫.৪১
৩৫	ধর্মীয় বই-পুস্তক	৬.২৪
৩৬	যন্ত্রপাতি	৯৭.০০
৩৭	গ্লাসওয়্যার	১২৪.৬৭
৩৮	এয়ার কুলার	৪.৯২
৩৯	পরিবহন	১০০.৮৯
৪০	ঔষধ ও ঔষধ সরঞ্জামাদি	৫.৮৫
৪১	পেট্রোল, অকটেন ইত্যাদি	৪.৩০
৪২	এল্যুমিনিয়াম	১.৪৮
৪৩	মুরগী খামার ও পোল্ট্রি ফিড	২.২২

(মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের খাত	টাকা
৪৪	কর্জে হাসানা	৮৯.১৩
৪৫	ভিটামিন	২.৩১
৪৬	লেদার ও কাঁচা চামড়া	৫.৭৮
৪৭	এম এস এস ক্যাপ	১৩.৪৩
৪৮	ঘড়ির যন্ত্রাংশ ও ব্লেন্ডার	৩.১১
৪৯	টায়ার কোর্ড	৪.৮৭
৫০	সেভিং ব্রাশ	০.৩৪
৫১	মটর পার্টস, অটো পার্টস ও লুব্রিকেন্টস	৭.০৫
৫২	কীটনাশক সার ও ঔষধ	১৩৮.২৮
৫৩	ওয়েল ফিল্টার	১.১৫
৫৪	এমব্রয়ডারী	২.১৪
৫৫	রিং রোলেবেল প্লেট	১০.৩৬
৫৬	প্লাই উড/কাঠ/হার্ড বোর্ড	১৯.৯৬
৫৭	ব্রাউন সালফেট পেপার	০.৩০
৫৮	টায়ার টিউব	২.১৫
৫৯	আলু বোখারা	১.০৯
৬০	ফুড স্টাফ	০.৮৯
৬১	স্টাপিউকা স্টার্চ	০.৭১
৬২	কিসমিস	৪.২৪
৬৩	এমব্রয়ডারী মেশিন/ফ্লো মিটার	৪.৮২
৬৪	তৈল কল/অয়েল মিল	১০.৯৩
৬৫	ডাল	০.৯৩
৬৬	মোটর ইঞ্জিন	১.১২
৬৭	মনিহারী দ্রব্যাদি/লেমিনেটিং সামগ্রী	২২.২০
৬৮	স্যানিটারী দ্রব্যাদি	১.২৪
৬৯	পাওয়ার টিলার ও ডিজেল ইঞ্জিন	৪১.২২
৭০	গ্লাস সীট	২.৭৩
৭১	স্টীল টিউব	২.১৪
৭২	বাই সাইকেল	০.৮৮
৭৩	ফার্নিচার	১.৬৯
৭৪	প্লাস্টিক	২২.৭৩
৭৫	পি এম সি	২৩.৭২
৭৬	স্বর্ণালংকার	০.১২
৭৭	হার্ডওয়ার সামগ্রী	৫.২৩
৭৮	প্রসাধনী সামগ্রী ও খেলনা	১.০৮
৭৯	পাথর	৬.৯০
৮০	কোমল পানীয় ও বেভারেজ আইটেম	৩.২০
৮১	তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যাদি	০.১২
৮২	জি আই পাইপ	৫০.২০
৮৩	পাট	১০.৪৩
৮৪	লাইট	২.০১
৮৫	ক্লিনিক	৪.৬৮
৮৬	মুদি সামগ্রী	১.৭৮
৮৭	বাদাম ও সরিষা	০.৯৭
৮৮	আসবাবপত্র	০.৯৮
৮৯	অন্যান্য	১২৮.৪৪
		মোট ৩,৩০৬.৩৮

ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	শাখার নাম	হিসাব সংখ্যা	বিনিয়োগের পরিমাণ	পাওনার পরিমাণ
১	লালদিঘির পার, সিলেট	৫৪	১৫.৪২	১৬.৩৩
২	বরিশাল	২৬	১৫.০০	৯.৬৫
৩	নবাবপুর রোড, ঢাকা	২	০.৬৯	০.৬০
৪	বেনাপোল	২৬	৭.৮০	৮.২০
৫	ভি আই পি রোড, ঢাকা	৪	০.৯৮	০.৮৪
৬	নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা	৭	২.১১	১.৩৯
৭	ময়মনসিংহ	১	০.৫০	০.৫৮
৮	জিন্দাবাজার, সিলেট	২৯	৮.৩০	৭.৯৭
৯	মৌচাক, ঢাকা	২	০.৯০	০.৭০
১০	ধানমন্ডি, ঢাকা	৩৫	০.২৭	০.২৮
	মোট	**১৮৬**	**৫১.৯৭**	**৪৬.৫৪**

মস্‌জিদ মাদ্রাসা ভিত্তিক বিনিয়োগ

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	শাখার নাম	গ্রাহকের সংখ্যা	বিনিয়োগের পরিমাণ	পাওনার পরিমাণ
১	মতিঝিল, ঢাকা	৪২	৪০.৮১	৩৭.৩০
২	মৌলভীবাজার, ঢাকা	২১	৫.৩৪	৪.৫৪
৩	লালদিঘির পার, সিলেট	৫	১.০৫	০.৭০
৪	আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম	৩	১.৭৩	০.৫০
৫	খুলনা	২০	৫.০০	৪.২৬
৬	রাজশাহী	২	০.৩৭	০.৪১
৭	বগুড়া	৬	১.৪৫	১.৪৫
৮	বরিশাল	৩	১.৫০	০.৫৩
৯	সাতক্ষীরা	২৪	৬.৪৪	৫.১০
১০	নবাবপুর রোড, ঢাকা	৩	০.৮৩	০.৭১
১১	বেনাপোল	৬	১.৫০	১.৪৬
১২	মতিঝিল কর্পোরেট, ঢাকা	১	০.২৫	০.২৬
১৩	নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা	১	০.২৫	০.২০
১৪	মহাখালী, ঢাকা	২	০.৫০	০.১০
১৫	ময়মনসিংহ	১	০.৫০	০.৬৬
১৬	জিন্দাবাজার, সিলেট	১০	২.৪০	১.৭৮
১৭	মৌচাক, ঢাকা	৩	০.৬০	০.০৪
১৮	চৌমুহনী	২	০.৪৫	০.৫২
	মোট	**১৫৫**	**৭০.৯৭**	**৬০.৫২**

৭. বৈদেশিক বাণিজ্য

আলোচ্য বছরে ব্যাংকের আয়ের একটা বিরাট অংশ বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে এসেছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক ৫,৫৫৬ মিলিয়ন টাকার আমদানী বাণিজ্য করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫,২৮০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৯ সালে ব্যাংক ২,৩০৪ মিলিয়ন টাকার রপ্তানী বাণিজ্য করেছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১,১০৩ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংক ১৭০টি স্থানে ৩৫টি বিদেশী ব্যাংকের সাথে এজেন্সি ও করেসপনডেন্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছে।

আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য

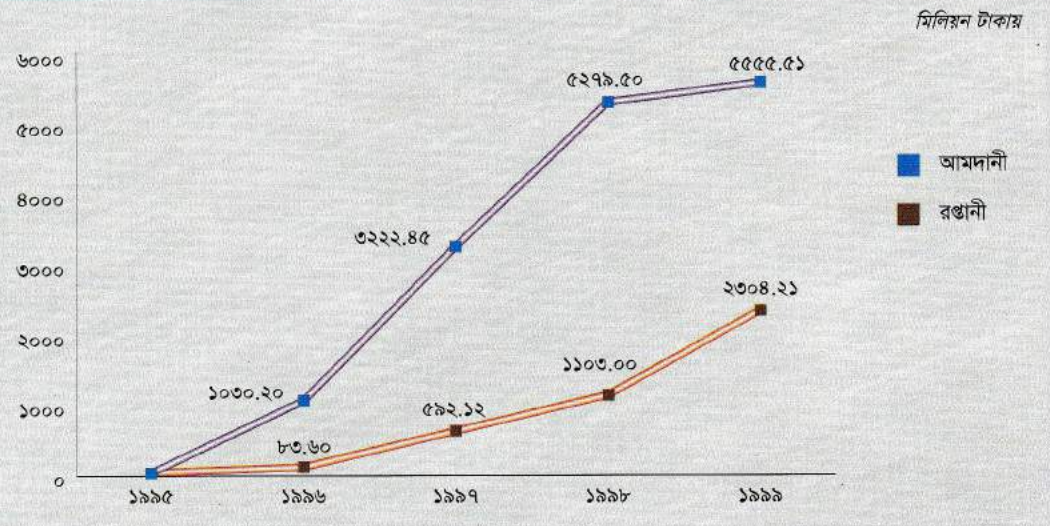

৮. জমার উপর বন্টিত মুনাফা

১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত জমার উপর বন্টিত মুনাফার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	জমার ধরন	১৯৯৫ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৬ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৭ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৮ সালে বন্টিত মুনাফার হার	১৯৯৯ সালে বন্টিত মুনাফার হার
১	মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা	৬.৩২%	৭.০৩%	৭.৬৯%	৭.৯৮%	৭.৯৩%
২	৩ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৬.৬৫%	৮.২৫%	৯.০৩%	৯.৩৫%	৯.৩০%
৩	৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৭.৭৫%	৮.৬২%	৯.৪৪%	৯.৭৭%	৯.৭২%
৪	১২ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৮.১০%	৯.০০%	৯.৮৫%	১০.২০%	১০.১৫%
৫	২৪ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৮.২০%	৯.১৯%	১০.০৫%	১০.৪০%	১০.৩৬%
৬	৩৬ মাস মেয়াদী মুদারাবা জমা	৮.৩০%	৯.৩৮%	১০.২৬%	১০.৬২%	১০.৫৭%
৭	মুদারাবা শর্ট নোটিশ জমা	২.৯৪%	৩.২৮%	৩.৫৯%	৩.৭২%	৩.৭৪%
৮	মাসিক কিস্তিভিত্তিক হজ্জ জমা	৭.৭৮%	৯.৯৪%	১০.৮৭%	১১.২৭%	১১.২০%
৯	মাসিক কিস্তিভিত্তিক মেয়াদী জমা	৮.৭০%	৯.৮৫%	১০.৭৭%	১১.১৫%	১১.১০%
১০	এককালীন হজ্জ জমা	৯.১৩%	১০.৩২%	১১.৩১%	১১.৬৮%	১১.৬২%
১১	মাসিক সঞ্চয়ী বিনিয়োগ জমা	৮.১৩%	৯.১৯%	১০.০৫%	১০.৪১%	১০.৩৬%
১২	মাসিক মুনাফা প্রদান ভিত্তিক মেয়াদী জমা	৮.৪৫%	৯.৫৭%	১০.৪৬%	১১.৬৮%	১১.৬৩%

৯. পরিচালক নির্বাচন

ব্যাংকের সংঘবিধির ৯৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক গ্রুপ 'এ' ভুক্ত ৮ জন পরিচালক– সর্বজনাব (১) আলহাজ্ব মোঃ হারুন-অর রশিদ খান, (২) আলহাজ্ব আহমেদ আলী, (৩) আলহাজ্ব নাজমুল আহসান খালেদ, (৪) আলহাজ্ব মোঃ সাইফুল আলম, (৫) আলহাজ্ব ডাঃ বাহাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইউসুফ, (৬) আলহাজ্ব আবদুল মালেক মোল্লা, (৭) আলহাজ্ব কাজী মোঃ মফিজুর রহমান এবং (৮) আলহাজ্ব মীর আহামদ সওদাগর অবসর গ্রহণ করবেন এবং অনুচ্ছেদ ১০০ অনুযায়ী পুনঃনির্বাচনযোগ্য বলে পুনঃনির্বাচিত হবেন।

১০. ডিভিডেন্ড

পরিচালক পর্ষদ ১৯৯৯ সালের জন্যে ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণকে ১২ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড প্রদানের জন্যে সুপারিশ করছে। এতে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সমর্থন প্রয়োজন। তাই এ সাধারণ সভায় তা অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপিত হলো।

১১. বোর্ড/কমিটি সভা

আলোচ্য বছরে পরিচালক পর্ষদের ১১টি সভা এবং নির্বাহী কমিটির ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২. শাখা সম্প্রসারণ

অধিক সংখ্যক মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আওতায় আনার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শাখা খুলতে ব্যাংক সবিশেষ আগ্রহী। পূর্ববর্তী বছরের শাখা সংখ্যা ৩০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১.১২.৯৯ তারিখে ৩৫টিতে উন্নীত হয়েছে। আরো ১৯টি শাখা খোলার জন্যে আবেদন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত সম্মতি পেলে শাখা খোলার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

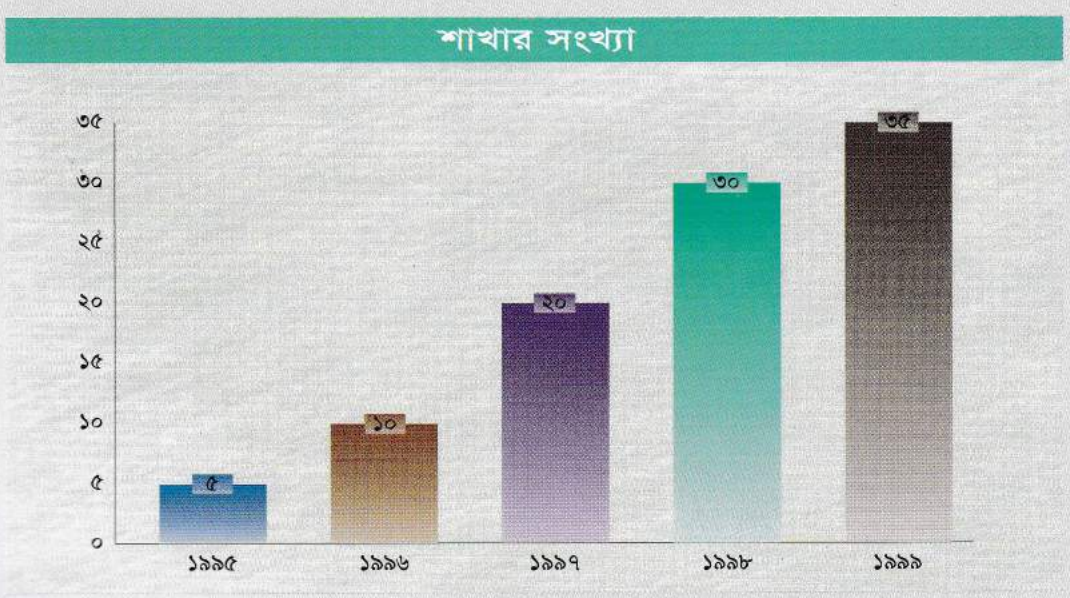

১৩. গ্রাহক সেবা

গ্রাহকদেরকে উন্নততর সেবা প্রদান এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমে সর্বাধিক দক্ষতা আনয়নের উপর ব্যাংক সব সময় গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এতদ্ব্যতীত গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকের সকল শাখায় কম্পিউটার সংস্থাপন করা হয়েছে।

১৪. লোকবল

ব্যাংকের সম্প্রসারিত অবস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নতুন লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত ৩১.১২.৯৯ তারিখে ব্যাংকে নিয়োজিত মোট লোকবল ৬৬৪ জনে উপনীত হয়েছে। পূর্ববর্তী বছর শেষে এই সংখ্যা ছিল ৪২৮ জন। ব্যাংক আলোচ্য বছরে বেশ কিছু সংখ্যক মাদ্রাসা শিক্ষিত অফিসার নিয়োগ করেছে এবং তাদেরকে ইংরেজী ভাষা ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। পর্ষদ আশাবাদ ব্যক্ত করছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষিত অফিসারগণ শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। এজন্যে পর্ষদ সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

৩১.১২.১৯৯৯ তারিখে স্তরভেদে ব্যাংকের লোকবলের অবস্থা নিম্নরূপ ছিল ঃ

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
০১	এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট	০১
০২	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৩
০৩	ভাইস প্রেসিডেন্ট	০৭
০৪	ও. এস. ডি.	০৯
০৫	এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট	২০
০৬	সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার	১৫
০৭	প্রিন্সিপাল অফিসার	১৩
০৮	সিনিয়র অফিসার	২৪
০৯	অফিসার	৬৪
১০	প্রবেশনারী অফিসার	৪৪
১১	জয়েন্ট অফিসার	১৫
১২	ডেপুটি অফিসার	৩০
১৩	এসিস্ট্যান্ট অফিসার	২৬৪
১৪	সাব-এসিস্ট্যান্ট অফিসার	১৪
১৫	এমসিজি (ম্যাসেঞ্জার-কাম-গার্ড)	৮৩
১৬	গোডাউন সুপারভাইজার	১৯
১৭	গোডাউন গার্ড	২৩
১৮	টি-বয়	০৭
১৯	ড্রাইভার	০৯
	মোট	৬৬৪

১৫. প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা (Training and Motivation)

জনশক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা অত্যন্ত জরুরী। যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি অপরিহার্য এবং তা মৌলিক শক্তিরূপে কাজ করে। একটি সনাতন সমাজ কাঠামোতে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও উঁচুমানের অনুপ্রাণিত জনশক্তি অধিকতর প্রয়োজনীয়। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং-এর বিভিন্ন বাস্তব দিক এবং নৈতিক পুনর্গঠনের উপর প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে ২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩১৭ কর্মদিবসে ৭৪,৯৮১ কর্মঘণ্টায় বিভিন্ন স্তরের ৫২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে ১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২১৮ কর্মদিবসে ২৫,০২৮ কর্মঘণ্টায় বিভিন্ন স্তরের ৩৬৫ জন অংশগ্রহণকারী উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। ১৯৯৮ সনের চেয়ে ১৯৯৯ সনে ৯৯টি কর্মদিবসে, ৪৯,৯৫৩ মনুষ্যঘণ্টায়, ৬টি কোর্সে, ১৫৬ জন বেশী প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রতিদিন ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করার পূর্বক্ষণে দর্‌সে কুরআনের অধিবেশন বসে। এ ছাড়াও যোহর নামাজের পর দর্‌সে হাদীস, মাসআলা-মাসায়েল এবং প্রত্যহ বাদ আছর পবিত্র কুরআন থেকে তাফসীর পেশ করা হয়। প্রশিক্ষণ ও প্রেষণা কার্যক্রমের ফলে কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের মধ্যে টিম স্পীরিট আসছে, দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হচ্ছে এবং নৈতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটছে।

১৬. নিরীক্ষা ও পরিদর্শন

ব্যাংকের নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ আলোচ্য বছরে ৩০টি শাখা নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৯ সালে প্রধান কার্যালয়সহ ১২টি শাখা পরিদর্শন করেছে।

১৭. শরীয়াহ্ কাউন্সিলের কার্যক্রম

পাঁচ জন ফকীহ্, একজন অর্থনীতিবিদ এবং একজন আইনজ্ঞসহ সর্বমোট ৭ জন বিজ্ঞ সদস্য নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশানুযায়ী শরীয়াহ্ কাউন্সিল গঠিত। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরীয়াহসম্মতভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে শরীয়াহ্ কাউন্সিল আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কাউন্সিল বিভিন্ন ব্যাংকিং ইস্যুর উপরে শরীয়াহ্ আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান দেয় এবং বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করে। আলোচ্য বছরে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এবং নতুন আমানত ও শাখা পর্যায়ে শরীয়াহ্ আইন পরিপালনে মুরাকিব কর্তৃক ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করা হয়। বিনিয়োগ প্রোডাক্ট সম্পর্কে কাউন্সিলের সাথে পরামর্শ করা হয়।

১৮. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

ব্যাংকের আয়ের একটি অংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এ সকল কাজের মধ্যে আল-আরাফাহ্ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী অন্যতম।

১৮.১ আল-আরাফাহ্ কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা

ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামের শান্তি ও সাম্যের আন্তর্জাতিক আদর্শে গড়ে তোলা এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামসম্মত পদ্ধতি চালু করার জন্যে জনসম্পদ তৈরী ও ব্যাপকার্থে মানব কল্যাণে অবদান রাখার লক্ষ্যে আল্-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন একটি কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা (ইংলিশ মিডিয়াম) স্থাপন করেছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের অশেষ রহমতে ১৯৯৯ সনে এ মহতি প্রচেষ্টার সূচনা হিসেবে ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় আল-আরাফাহ্ কিন্ডারগার্টেন মাদ্রাসা কার্যক্রম আরম্ভ করেছে।
৬ষ্ঠ গ্রেড পর্যন্ত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এই প্রথম।

১৮.২ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ৩২, তোপখানা রোডে ২০ সহস্রাধিক পুস্তক সমৃদ্ধ একটি গণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ গ্রন্থাগারে ধর্ম, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ব্যবসায় প্রশাসন, সমাজ বিজ্ঞান, ইংরেজী ও আরবী ভাষা, শিশু সাহিত্য, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাংলা, ইংরেজী, উর্দূ ও আরবী ভাষায় রচিত দেশী ও বিদেশী পুস্তক সংগৃহিত হয়েছে। স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকও সংগ্রহ করা হয়েছে।

লাইব্রেরীর অডিও-ভিজুয়্যাল শাখায় চরিত্র গঠনমূলক সি.ডি., ফিল্ম এবং অডিও-ভিডিও ক্যাসেট প্রদর্শন করা হয়। পাঠক/গবেষকগণের সুবিধার্থে ই-মেইল এবং ইন্টারনেট-এর ব্যবস্থাও রয়েছে।

১৯. কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলোচ্য বছরে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও সংশ্লিষ্ট সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন, সাহায্য ও সহযোগিতায় ব্যাংক যে সফলতা অর্জন করেছে সে জন্যে পরিচালক পর্ষদ সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। ব্যাংকের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন স্তরে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদানের জন্যে পরিচালক পর্ষদ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ, চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এবং বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। ইসলামের সেবা এবং শরীয়াহ্ মোতাবেক ব্যাংক পরিচালনায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সাহস, ধৈর্য, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করার তৌফিক কামনা করা হচ্ছে। আমীন।

তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০০০

পরিচালক পর্ষদের পক্ষে
এ. জেড. এম. শামসুল আলম
চেয়ারম্যান

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর পাঁচ বছর

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
অনুমোদিত মূলধন	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
পরিশোধিত মূলধন	১০১.২০	১০১.২০	১০১.২০	২৫৩.০০	২৫৩.০০
সঞ্চিতি তহবিল (বিনিয়োগ সঞ্চিতিসহ)	–	২.৪৮	২৫.৩২	৫৫.৬৬	১৪৫.৫৬
জমা	২০১.৪৫	১৩০৫.৬৩	২২৫৬.৬৫	৪৫৩৪.৭৪	৬৪১৫.৭৯
বিনিয়োগ	১২.৪৮	৭৭৯.১৬	১৭৪৫.৫৪	২২৫৯.৭৬	৩৩০৬.৩৮
আমদানী বাণিজ্য	–	১০৩০.২০	৩২২২.৪৫	৫২৭৯.৫০	৫৫৫৫.৫১
রপ্তানী বাণিজ্য	–	৮৩.৬০	৫৯২.১২	১১০৩.০০	২৩০৪.২১
মোট আয়	১.৩৭	৫০.৯৮	১৯৬.১৭	৩২২.৯৮	৫৩৪.৭৬
করপূর্ব মুনাফা	(১.৯৮)	৪.৬৯	৬২.৮১	৮২.০৬	৭০.৪৭
আয়কর ও সঞ্চিতি বাদে মুনাফা	–	০.০৫	২৬.০৭	৩৬.৯৩	৩১.৭০
আয়কর	–	১.৭২	২৪.০৩	২৮.৭২	২৪.৬৬
লভ্যাংশ (%)	–	–	২৫%	১৫%	১২%
মোট সম্পদ	৫১৯.৮০	২৪১২.৯১	৩৮৩৩.২৫	৬৭৪৯.৪৮	৮৯৫৫.৬১
স্থায়ী সম্পদ	৫.১৩	১৯.৮৯	৩৭.০৫	৪৭.৮৬	৫০.৩৫
শেয়ারহোল্ডার-এর সংখ্যা	২৩	২৩	২৩	৭৬০৪	৬৩১৯
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	৫৪	১৭১	৩২০	৪২৭	৬৬৪
শাখার সংখ্যা	০৫	১০	২০	৩০	৩৫
শাখা প্রতি গড় জনশক্তি	১০	১৭	১৬	১৪	১৯

এক নজরে ১৯৯৯

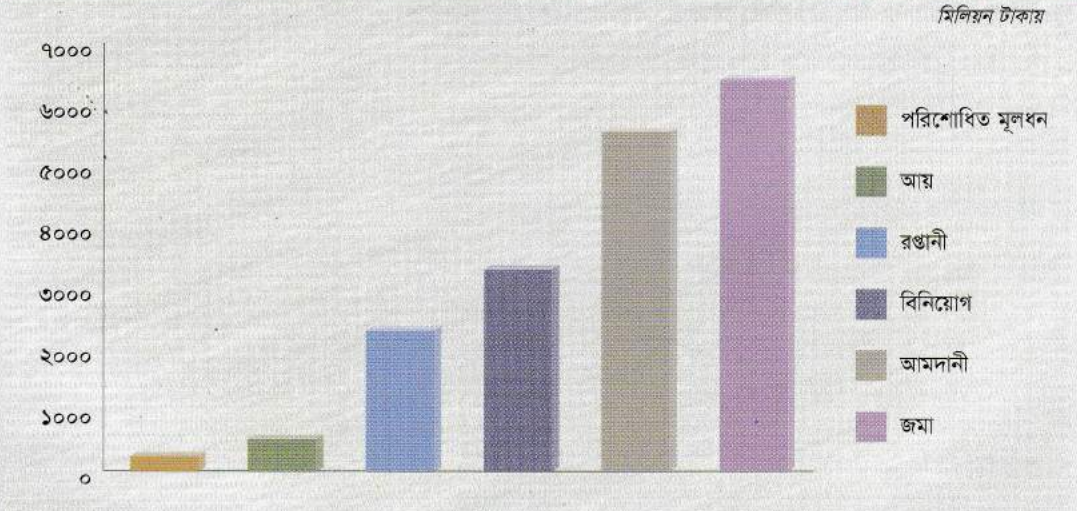

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্যে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে এবং সালাত ও সালাম হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং অন্য সকল নবী ও সাহাবীদের প্রতি।

শরীয়াহ্ কাউন্সিল ১৯৯৯ সনে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের বিভিন্ন অধিবেশনে বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রেরিত বিষয়সহ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলী পর্যালোচনা করেছে। কাউন্সিল ব্যাংকের শরীয়াহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছে। আলোচ্য বছরে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পরিদর্শন টীম উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখা পরিদর্শন করেছে এবং অত্র বছরে শরীয়াহ্ কাউন্সিলের মোট ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে প্রায় ২২টি মতামত/ফতোয়া চাওয়া হয়েছে এবং কাউন্সিল সেগুলোর সমাধান দিয়েছে।

শরীয়াহ্ কাউন্সিল পরিদর্শন রিপোর্ট এবং ১৯৯৯ সনের ব্যালেন্সশীট ও লাভ-ক্ষতি হিসাব নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছে ঃ

১. বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি বিশেষত মুরাবাহা ও বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহ্-এর দৃষ্টিকোণ থেকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

২. আলোচ্য বছরে ব্যাংক মুদারাবা ও মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

৩. ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী শরীয়াহ্ নীতিমালা পুরোপুরি বাস্তবায়নের জন্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

৪. কাউন্সিল আশা করছে যে, পরিচালনা কর্তৃপক্ষ আমানতের উল্লেখযোগ্য অংশ অপেক্ষাকৃত বিত্তহীনদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রাম পর্যায়ে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবেন যাতে কেবলমাত্র বিত্তবানদের মধ্যেই অর্থের আবর্তন সীমাবদ্ধ না থাকে।

কাউন্সিল আরো আশা করছে যে, ব্যাংকের সকল কার্যক্রম শরীয়াহ্ সম্মত করার জন্যে কর্তৃপক্ষ পূর্বের চেয়ে আরো বেশী সচেষ্ট হবেন।

ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্যে আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শক্তি ও দৃঢ়তা দান করুন।

আমীন।

শরীয়াহ্ কাউন্সিলের পক্ষে
মুফতি মাওলানা আব্দুর রহমান
চেয়ারম্যান
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

তারিখ ঃ ২১ নভেম্বর, ২০০০

নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখের স্থিতিপত্র এবং একই তারিখে সমাপ্ত বছরের সংশ্লিষ্ট লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং নগদ প্রবাহ বিবরণী আমরা নিরীক্ষা করেছি। আর্থিক বিবরণীসমূহের দায় কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার। আমাদের দায়িত্ব হলো—এ সব আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষার পর নিরপেক্ষ মতামত প্রদান করা।

আমরা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং (বি এ এস) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা পরিচালনা করেছি। সে মান অনুযায়ী আমরা পরিকল্পনা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হই যে, আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। খরচের প্রমাণ এবং আর্থিক বিবরণীতে যথাযথভাবে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তার সঠিকতা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। হিসাব শাস্ত্রের নীতিমালার সঠিক ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অনুমান তৎসহ আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশিত বক্তব্য সঠিক কিনা তারও পর্যালোচনা নিরীক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নিরীক্ষা আমাদের মতামতের একটি যুক্তিযুক্ত ভিত্তি প্রদান করে।

আমাদের মতে আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বি এ এস) অনুসারে তৈরী করা হয়েছে। এতে ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নিয়মাবলী, কোম্পানী আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধানাবলী অনুসারে কোম্পানীর ৩১.১২.৯৯ তারিখের আর্থিক পরিস্থিতির এবং একই তারিখে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ফলাফল এবং নগদ প্রবাহের সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা আরো মন্তব্য করছি ঃ

১. নিরীক্ষণের জন্যে আমাদের জানা ও বিশ্বাস মতে যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করেছি তা সব পেয়েছি এবং আমরা তার সত্যতা যাঁচাই করেছি।

২. আমাদের মতে হিসাবের খাতা পত্রসমূহ আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে কোম্পানী কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, যে সব শাখা আমরা পরিদর্শন করিনি সে সব শাখা থেকে প্রাপ্ত বিবরণীসমূহ এবং হিসাবের খাতাপত্রসমূহ আমাদের নিরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত।

৩. এ রিপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর স্থিতিপত্র এবং লাভ ক্ষতি হিসাব, হিসাবের বহি এবং বিবরণীসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণ।

৪. যে সমস্ত খরচ সম্পাদন করা হয়েছে তা কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার জন্যেই করা হয়েছে।

৫. আর্থিক বিবরণীতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ব্যাংকের আর্থিক পরিস্থিতি এবং ঐ তারিখে সমাপ্ত বছরের অর্জিত মুনাফার সঠিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। আর্থিক বিবরণীসমূহ সাধারণভাবে গৃহীত হিসাব নীতি অনুসারে তৈরী করা হয়েছে।

৬. আর্থিক বিবরণীসমূহ ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১-এর সাথে সংগতি রেখে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত হিসাবের বিধি-বিধান অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে।

৭. আমাদের মতে আদায়ের ব্যাপারে সন্দেহজনক বিনিয়োগের জন্যে পর্যাপ্ত প্রভিশন রাখা হয়েছে।

৮. আর্থিক বিবরণীসমূহ বাংলাদেশের পেশাদার হিসাবরক্ষকদের সাথে আলোচনাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত হিসাবের বিধানের নির্ধারিত মান অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে।

৯. শাখাসমূহ থেকে প্রাপ্ত সকল রেকর্ড ও বিবরণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং একীভূত করে আর্থিক বিবরণীতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

১০. আমরা যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করেছি তা পেয়েছি এবং সেগুলো সন্তোষজনক বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস
৩১ আগস্ট, ২০০০

এম আহম্মদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস
৩১ আগস্ট, ২০০০

১৯৯৯ সালের ৩১ ব্যালেন্স

মূলধন ও দায়	টীকা	১৯৯৯ টাকা	১৯৯৮ টাকা
অনুমোদিত মূলধন	৪	১,০০০,০০০,০০০	১,০০০,০০০,০০০
প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ১০০০,০০০টি সাধারণ শেয়ার			
তলবী ও পরিশোধিত মূলধন		২৫৩,০০০,০০০	২৫৩,০০০,০০০
প্রতিটি ১০০০ টাকা মূল্যের ২৫৩,০০০টি সাধারণ শেয়ার			
সঞ্চিতি তহবিল ও অন্যান্য সঞ্চিতি			
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি	৫	৪৪,৮৯০,০১৯	৩০,৭৯৬,৯১৫
বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ সঞ্চিতি		–	২৪,৮৫৮,৪৭৪
		৪৪,৮৯০,০১৯	**৫৫,৬৫৫,৩৮৯**
জমা ও অন্যান্য হিসাব	৬	৬,৪১৫,৭৯৩,৮২৮	৪,৫৩৪,৭৪২,২২২
অন্যান্য ব্যাংকিং কোম্পানী, এজেন্ট ইত্যাদি থেকে ধার			
প্রদেয় বিল	৭	১২৭,২৭৯,৫৩৬	৫৬,২৪৯,৩৮২
বিপরীত দফা মোতাবেক যে সব বিল আদায়ের জন্যে পাওয়া গেছে	৮		
বাংলাদেশে প্রদেয়		১৫,২২১,৭৫৩	৩,১৪৩,৪৩৭
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		৫৭,৪৯৫,৭১০	১৩,৭০৯,০০০
		৭২,৭১৭,৪৬৩	**১৬,৮৫২,৪৩৭**
অন্যান্য দায়	৯	৪১৫,৭৮৪,৮৪৫	২৬৪,৮১৬,৮৭৮
বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র সমর্থনপত্র অন্যান্য দায়-দায়িত্ব	১০		
লাভ-লোকসান হিসাব		১,৬২৬,১৫০,৯৮৩	১,৫৬৭,৫৪০,৪২২
বিগত বছর থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত		৬১৮,৯২০	১,৬৪৩,৭৭৪
যোগ ঃ লাভ-লোকসান হিসাব হতে আনীত বর্তমান বছরের লাভ		৭০,৪৬৫,৫১৯	৮২,০৫৫,৮৭৬
		৭১,০৮৪,৪৩৯	**৮৩,৬৯৯,৬৫০**
বাদ ঃ বিভিন্ন খাতে বন্টন			
বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি		১৪,০৯৩,১০৪	১৬,৪১১,১৭৫
আয়কর বাবদ সংরক্ষণ		২৪,৬৬২,৯৩২	২৮,৭১৯,৫৫৭
প্রস্তাবিত লভ্যাংশ		৩০,৩৬০,০০০	৩৭,৯৫০,০০০
		৬৯,১১৬,০৩৬	**৮৩,০৮০,৭৩২**
অবন্টিত লাভ		১,৯৬৮,৪০৩	৬১৮,৯১৮
সাপেক্ষ দায়সমূহ ঃ		**৮,৯৫৭,৫৮৫,০৭৭**	**৬,৭৪৯,৪৭৫,৬৪৮**

স্বা/-
মোহাম্মদ হোসাইন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্বা/-
নাজমুল আহসান খালেদ
পরিচালক

স্বা/-
বদিউর রহমান
পরিচালক

ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের শীট

সম্পদ ও পরিসম্পদ	টীকা	১৯৯৯ টাকা	১৯৯৮ টাকা
নগদ অর্থ			
নগদ তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত (বৈদেশিক মুদ্রাসহ)	১১	৬৪৯,৭৯০,৭৩৩	৬৯১,২২০,৯৭০
অন্যান্য ব্যাংকে জমা	১২		
বাংলাদেশের অভ্যন্তরে		৩,০৫২,৫১৬,৯৭২	১,৮৫৯,২০১,৫২৬
বাংলাদেশের বাইরে		১৮,৬১৯,৭০৯	২৫,৬৪৮,৩৯৬
		৩,০৭১,১৩৬,৬৮১	**১,৮৮৪,৮৪৯,৯২২**
বিনিয়োগ	১৩		
(নিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্য নিরীক্ষকগণের সন্তুষ্টি অনুযায়ী যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বাদ দিয়ে)			
বাংলাদেশে প্রদেয়		২,৬৭০,৬২১,৭৪৫	১,৭২৪,৭৮৮,১৪৩
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		–	–
		২,৬৭০,৬২১,৭৪৫	**১,৭২৪,৭৮৮,১৪৩**
ক্রীত বিলসমূহ			
বাংলাদেশে প্রদেয়		৬৩৫,৭৬৫,৭০৫	৫৩৪,৯৭৩,২৬৮
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		–	–
		৬৩৫,৭৬৫,৭০৫	**৫৩৪,৯৭৩,২৬৮**
		৩,৩০৬,৩৮৭,৪৫০	**২,২৫৯,৭৬১,৪১১**
বিপরীত দফা মোতাবেক যে সব বিলের টাকা প্রাপ্য			
বাংলাদেশে প্রদেয়		১৫,২২১,৭৫৩	৩,১৪৩,৪৩৮
বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয়		৫৭,৪৯৫,৭১০	১৩,৭০৯,০০০
		৭২,৭১৭,৪৬৩	**১৬,৮৫২,৪৩৮**
বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র, সমর্থন এবং অন্যান্য দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে মক্কেল-এর দায়,		১,৬২৬,১৫০,৯৮৩	১,৫৬৭,৫৪০,৪২২
আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি (অবচয় বাদে)	১৪	৫০,৩৪৯,৯৭৯	৪৭,৮৫৭,৩৭৭
অন্যান্য সম্পদ	১৫	১৮১,০৫১,৭৮৮	২৮১,৩৯৩,১০৮
		৮,৯৫৭,৫৮৫,০৭৭	**৬,৭৪৯,৪৭৫,৬৪৮**

স্বা/-
খন্দকার মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্মেদ
পরিচালক

স্বা/-
এম. আহম্মদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

স্বা/-
আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

১৯৯৯ সালের ৩১
লাভ–

ব্যয়	টীকা	১৯৯৯ টাকা	১৯৯৮ টাকা
লাভ-লোকসান অংশীদারী জমাদানকারীগণকে প্রদত্ত লাভ		৩৬১,২৯৩,৮৭১	১৫৪,০৪০,৭৩৬
বেতন, ভাতা এবং ভবিষ্য তহবিল	১৬	৫৩,৫০৭,০০২	৪০,৬২৩,২৫০
পরিচালক ও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের ফি এবং ভাতা		৭১৯,৩২৭	৯৬৪,৪৯০
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	১৭	১৬,৭৩২,২৭৬	১৩,৩৪২,৪৫৪
আইন সংক্রান্ত খরচ		৫৬,১৪৮	২১,৩৪০
ডাকমাশুল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স ও ষ্ট্যাম্প	১৮	১০,৫৮৯,৩৩০	৮,৬২১,৭১৫
অডিটরদের ফি		৮০,০০০	৩৬,০০০
ব্যাংকের সম্পত্তির অবচয় এবং মেরামত খরচ	১৯	৯,৩৬৭,৬৩৩	৭,৯৫৮,৬৬৩
স্টেশনারী, মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি	২০	৩,৯৩৫,৮৫০	৩,৬৩৫,৭৪৬
অন্যান্য খরচ	২১	৮,০১৭,২১৭	১১,৬৮৩,৪৭৯
ব্যালেন্সশীটে নীত নীট লাভ		৭০, ৪৬৫,৫১৯	৮২,০৫৫,৮৭৬
		৫৩৪,৭৬৪,১৭৩	৩২২,৯৮৩,৭৪৯

স্বা/-
মোহাম্মদ হোসাইন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্বা/-
নাজমুল আহসান খালেদ
পরিচালক

স্বা/-
বদিউর রহমান
পরিচালক

ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের লোকসান হিসাব

আয়	টীকা	১৯৯৯ টাকা	১৯৯৮ টাকা
(অনিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্যে সংরক্ষণ এবং অন্যান্য স্বাভাবিক বা প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ বাদ দিয়ে)			
বিনিয়োগ আয়		৩৯০,২৪৩,৭৮৩	২২৭,৮৭৪,৫৯৫
কমিশন বিনিময় ও দালালী		১১৭,৩৬১,৬৮০	৭৯,৪৩৯,২৫৪
অন্যান্য	২২	২৭,১৫৮,৭১০	১৫,৬৬৯,৯০০
		৫৩৪,৭৬৪,১৭৩	৩২২,৯৮৩,৭৪৯

এসব হিসাব সংযোজিত টীকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।
আমাদের একই তারিখের রিপোর্ট সাপেক্ষে স্বাক্ষরকৃত।

স্বা/-
খন্দকার মেসবাহ্ উদ্দিন আহ্মেদ
পরিচালক

স্বা/-
এম. আহম্মদ এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

স্বা/-
আলম চৌধুরী মোস্তফা এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্

১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত বছরের হিসাবের টীকা

১.০০ ভূমিকা

কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অনুসারে একটি ব্যাংকিং কোম্পানী হিসাবে সীমাবদ্ধ দায় ও শেয়ারসহ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সাল থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে। সম্পূর্ণ শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত সুদমুক্ত এ ব্যাংকটি ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানী আইন অনুযায়ী সব ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে আসছে। মুরাবাহা বাই-সালাম, বাই-মুয়াজ্জল এবং হায়ার পারচেজ নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংকটি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত। স্বাভাবিকভাবেই সনাতন বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যপ্রণালী এবং পদ্ধতির সাথে এই ব্যাংকের বিশেষ ভিন্নতা রয়েছে। এ ব্যাংকের রয়েছে একটি শরীয়াহ্ কাউন্সিল। ব্যাংকের সামগ্রীক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে এ কাউন্সিল পূর্ণ দৃষ্টি রাখছে।

১.০১ ব্যবসায়ের ধরন

ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা এবং ইসলামী শরীয়াহ্র আলোকে এ ব্যাংকটি গ্রাহকদের জন্যে সব ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে থাকে।

১.০২ হিসাবের বিশেষ নীতিমালা

ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুসারে প্রচলিত এবং ঐতিহাসিক ও চলমান প্রতিষ্ঠান মূল্যরীতি অনুসারে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে যা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে বিবেচনা করেনি একেবারেই, যা তৈরী হয়েছে সর্বজন গ্রাহ্য হিসাব নীতির ভিত্তিতে। বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন ছোট ছোট নোটের মাধ্যমে নীতিমালার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর্থিক বিবরণীটি তৈরী হয়েছে ১৯৯৮ সালে প্রণীত ব্যাংকের হিসাব নীতি অনুসারে।

২.০০ বিনিয়োগ

ক) ব্যালেন্সশীটে বিনিয়োগ দেখানো হয়েছে অনিশ্চিত ও আদায়ের অযোগ্য বিনিয়োগের জন্যে পুঞ্জিভূত প্রভিশন, স্থগিত লাভ/ক্ষতিপূরণ এবং অনার্জিত আয় হিসাবের ক্রেডিট ব্যালেন্স বাদ দিয়ে।

খ) ১৯৮৯ সালের বিসিডি সার্কুলার নং ৩৪ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত অন্যান্য সার্কুলারের ভিত্তিতে বিনিয়োগের উপর প্রাপ্যতার ভিত্তিতে আয় ধরা হয়েছে।

গ) প্রচলিত হিসাব পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণী বহির্ভূত মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ আয় হিসেবে গণ্য হয়েছে। তবে এ আয় মুনাফা হিসেবে শরীয়াহ্ কাউন্সিল আমানতকারী এবং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণের অনুমোদন দেয়নি। তাই এ ধরনের ক্ষতিপূরণ আয় শুধুমাত্র মন্দ ও অনিশ্চিত বিনিয়োগের জন্যে প্রভিশনের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

৩.০০ স্থায়ী সম্পদ ও অবচয়

ক) ভবন, আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয়মূল্য থেকে অবচয় বাদ দিয়ে দেখানো হয়েছে।

খ) মোটর গাড়ি ছাড়া অন্য সব স্থায়ী সম্পদের অবচয় ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়েছে। মোটর গাড়ি এবং কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় প্রয়োগ করা হয়েছে।

অবচয় হার নিম্নরূপ ঃ

বিবরণ	হার
আসবাবপত্র	১০%
মোটরগাড়ী (ক্রয় মূল্যের উপর)	২০%
সরঞ্জামাদি	১৫%
বইপত্র	২০%

গ) আলোচ্য বছরে সংযোজিত স্থায়ী সম্পদের ব্যবহারের দিনের উপর ভিত্তি করে প্রযোজ্য হারে অবচয় ধার্য করা হয়েছে।

ঘ) রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত খরচ লাভ-ক্ষতি হিসেবে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

৪.০০ মূলধন

৪.০১ অনুমোদিত মূলধন

ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হচ্ছে প্রতিটি ১০০০/- টাকা মূল্যের ১০০০,০০০ সাধারণ শেয়ার।

৪.০২ বরাদ্দকৃত ও পরিশোধিত মূলধন

বিবরণ	শেয়ার সংখ্যা	প্রতি শেয়ারের মূল্য	মোট
উদ্যোক্তাগণ	১২৬,৫০০	১০০০	১২৬,৫০০,০০০
জনসাধারণ	১২৬,৫০০	১০০০	১২৬,৫০০,০০০
বাংলাদেশ সরকার	–	–	–
	২৫৩,০০০	১০০০	২৫৩,০০০,০০০

৪.০৩ শেয়ার সংখ্যার বিভাজন

বিবরণ	শেয়ারহোল্ডার	শেয়ার সংখ্যা	(%)
৫০০ শেয়ারের কম	৬২৭৪	৯৬০৩০	৩৮%
৫০০ থেকে ৫০০০ শেয়ার পর্যন্ত	৩০	৫৭০৯৫	২৩%
৫০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার পর্যন্ত	১৫	৯৯৮৭৫	৩৯%
১০০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার পর্যন্ত	–	–	–
২০০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার পর্যন্ত	–	–	–
৩০০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার পর্যন্ত	–	–	–
মোট	৬৩১৯	২৫৩০০০	১০০%

৫.০০ সঞ্চিতি তহবিল ও অন্যান্য সঞ্চিতি

	১৯৯৯	১৯৯৮
৫.০১ বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৩০,৭৯৬,৯১৫	১৪,৩৮৫,৭৩৯
যোগ : চলতি বৎসরে সংযোজন	১৪,০৯৩,১০৪	১৬,৪১১,১৭৬
	৪৪,৮৯০,০১৯	৩০,৭৯৬,৯১৫
৫.০২ বিনিয়োগ ক্ষতিপূরণ		
প্রারম্ভিক স্থিতি	–	১১,৮৫৮,৪৭৪
যোগ চলতি বৎসরে সংযোজন	–	১৩,০০০,০০০
	–	২৪,৮৫৮,৪৭৪
সর্বমোট সঞ্চিতি	৪৪,৮৯০,০১৯	৫৫,৬৫৫,৩৮৯

			১৯৯৯	১৯৯৮
৬.০০	**জমা ও অন্যান্য হিসাব**			
৬.০১	**মুদারাবা জমা**			
	মুদারাবা মেয়াদী জমা		১,৯১০,৪৪৪,২৬৯	১,৮৭৫,৬৮৮,৮৭০
	মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা		২,৮৩২,৩৬৫,৭১৫	১,৫৮৫,২৭৫,২৩২
	মুদারাবা স্বল্প মেয়াদী জমা		১৫১,৪৩৫,৭৪৯	১৩৯,৯৩৯,৯৫৫
		মোট	৪,৮৯৪,২৪৫,৭৩৩	৩,৬০০,৯০৪,০৫৭
৬.২	**চলতি ও অন্যান্য হিসাবসমূহ**			
	চলতি হিসাব		৫২৭,৪৮২,৫৬৭	৩৩৭,৭৮২,১৮৬
	বিবিধ জমা		৩১০,৮৪১,০৩৬	৩৯৯,০২৫,২২৮
	লাভ-লোকসান অংশীদারী হিসাবে প্রদেয় লাভ		৬৮,৪৯৪,৮২৯	২৬,২০৩,৮৭৪
		মোট	৯০৬,৮১৮,৪৩২	৭৬৩,০১১,২৮৮
৬.৩	**বিশেষ প্রকল্প জমা**			
	মাসিক হজ্ব জমা		৫,৭৭৮,৭৫১	৩,৩২৭,৬৯৭
	মেয়াদী মাসিক জমা		৮৩,৪৯২,৫১৭	৩৬,৬৬৫,৮৬৯
	মাসিক মুনাফাভিত্তিক জমা		৪৯৮,৮০৫,৩৫৯	১১৫,৮১৬,৪২৬
	সঞ্চয় বিনিয়োগ জমা		২৫,৯৩১,০৫৫	১৪,৬২৮,৫৮২
	এককালীন মেয়াদ হজ্ব জমা		৭২১,৯৮১	৩৮৮,৩০৩
			৬১৪,৭২৯,৬৬৩	১৭০,৮২৬,৮৭৭
		মোট জমা	৬,৪১৫,৭৯৩,৮২৮	৪,৫৩৪,৭৪২,২২২
৭.০০	**প্রদেয় বিল**			
	পে-অর্ডার হিসাব		১১৪,৯২৯,৬৮৫	৪৬,৪৭৭,৮৬১
	ডিডি প্রদেয় হিসাব		১২,৪৪৪,০৯৫	৯,৭৭১,৫২১
	টিটি প্রদেয় হিসাব		(৯৪,২৪৪)	–
			১২৭,২৭৯,৫৩৬	৫৬,২৪৯,৩৮২
৮.০০	**বিপরীত দফা মোতাবেক যেসব বিল আদায়ের জন্যে পাওয়া গেছে**			
৮.০১	**বাংলাদেশে প্রদেয়**			
	আদায়ের জন্যে অন্তর্মুখী বিল		১৩,৮১০,১৭০	২,১৬০,৯২৫
	আদায়ের জন্যে বহির্মুখী বিল		১,৪১১,৫৮৩	৯৮২,৫১২
		মোট	১৫,২২১,৭৫৩	৩,১৪৩,৪৩৭
৮.০২	**বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয়**			
	আদায়ের জন্যে অন্তর্মুখী বৈদেশিক বিল		৬২৩,০০০	১৩,০০১,০০০
	আদায়ের জন্যে বহির্মুখী বৈদেশিক বিল		৫৬,৮৭২,৭১০	৭০৮,০০০
			৫৭,৪৯৫,৭১০	১৩,৭০৯,০০০
		মোট	৭২,৭১৭,৪৬৩	১৬,৮৫২,৪৩৭

৯.০০	অন্যান্য দায়	১৯৯৯	১৯৯৮
	প্রদেয় লভ্যাংশ	৩০,৩৬০,০০০	৩৭,৯৫০,০০০
	প্রদেয় যাকাত	২,১৮৫,৮৭৩	১,৪০০,৪৭৭
	আয়কর সঞ্চিতি	৫৩,৩৮২,৪৯০	৫৫,৬১৫,৮৫৭
	ভবিষ্য তহবিল	৯,৬৭০,৩৮৩	৫,৯৩৯,৮৪৬
	হজ্ব ফাউন্ডেশন	৬৯,০০০	৬৯,০০০
	এফ সি জমা হিসাব	২২,৬৫২,৯৯৭	১৫,০৮৬,৬৬৫
	ওয়েজ (WES) ফান্ডে স্থিতি	৫১,০৮৭,৭৬৮	২০,৯৭৬,৫৭৫
	বিনেভোলেন্ট তহবিল	১০০,১০০	২০০,০০০
	এডজাস্টিং একাউন্ট ক্রেডিট	৬৯৬,১৭৮	২১৭,৩৩৭
	অপরিশোধিত খরচ	২১৮,৯২৩	৪৫৬,২৬০
	এফ সি চার্জ	৩৬,০০৬	৩২৭,৫৫৪
	অডিট ফি-র সংস্থান	–	৩০,০০০
	এফ সি হেল্ড বিবি এল সি	১৭২,৪৮৯,২১২	১০৯,০২৩,১০১
	নিকাশ সমন্বয়	২৭৫,০০০	১৩৩,০০০
	আদায়তব্য ক্ষতিপূরণ	৩৯,০৫৫,৪৬৪	৮,৬৫২,০২৮
	এক্সচেঞ্জ ইকুয়েশন	৬৫৭,৮০০	৫২৪,৫৯৬
	এ আই বি জেনারেল একাউন্ট	৩০,৯৪৬,৫৯৩	–
	বৈদেশিক করেসপনডেন্ট কর্তৃক জমাকৃত সুদ	–	৮,২১৪,৫৮২
	প্রদেয় লাভ (বিনিয়োগ)	৩০১,০৫৮	–
	প্রদেয় ইনসেনটিভ বোনাস	১,৬০০,০০০	–
	মোট	**৪১৫,৭৮৪,৮৪৫**	**২৬৪,৮১৬,৮৭৮**
১০.০০	**বিপরীত দফা মোতাবেক স্বীকারপত্র, সমর্থনপত্র এবং অন্যান্য দায়-দায়িত্ব**	৩৩১,৫৫৭,৯২৮	–
	ব্যাংক গ্যারান্টি	৩৮৪,৫৪০,৬০৮	১০১,৭৪০,৪৬৭
	ঋণপত্র (দেশীয়)	২৭০,৩৩৮,০০০	–
	ঋণপত্র (ব্যাক-টু-ব্যাক)	–	১৪২,৬১৫,১৫৫
	ব্যাক-টু-ব্যাক বিলসমূহ	১৫৩,১৯৯,৩৪৭	৩০৩,৫১৭,০০০
	বৈদেশিক ঋণপত্র (জেনারেল ও ক্যাশ)	৪৮৬,৫১৫,১০০	১,০১৯,৬৬৭,৮০০
	মোট	**১,৬২৬,১৫০,৯৮৩**	**১,৫৬৭,৫৪০,৪২২**
১১.০০	**নগদ তহবিল, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত**		
	ক. নগদ তহবিল		
	দেশী মুদ্রা	১৭৭,০৩৩,০৬০	১৫৫,৪১০,৫৮৭
	বিদেশী মুদ্রা	২,৬৮৭,৮৩৩	১,৩৭৫,৮৩৮
	মোট	**১৭৯,৭২০,৮৯৩**	**১৫৬,৭৮৬,৪২৫**
	খ. বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত		
	দেশী মুদ্রা	২২২,২৬১,৮৮১	৪৭৮,২৮১,০৩১
	বিদেশী মুদ্রা	২১,৩৪০,২২৮	৯,৮৪৭,৮৭৩
		২৪৩,৬০২,১০৯	**৪৮৮,১২৮,৯০৪**
	গ. সোনালী ব্যাংকে গচ্ছিত		
	দেশী মুদ্রা	২২৬,৪৬৭,৭৩১	৪৬,৩০৫,৬৪১
	বিদেশী মুদ্রা	–	–
		২২৬,৪৬৭,৭৩১	**৪৬,৩০৫,৬৪১**
	মোট	**৬৪৯,৭৯০,৭৩৩**	**৬৯১,২২০,৯৭০**

			১৯৯৯	১৯৯৮
১২.০০	অন্যান্য ব্যাংকে জমা			
	ক. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে		৩,০৫২,৫১৬,৯৭২	১,৮৫৯,২০১,৫২৬
	খ. বাংলাদেশের বাইরে		১৮,৬১৯,৭০৯	২৫,৬৪৮,৩৯৬
		মোট	৩,০৭১,১৩৬,৬৮১	১,৮৮৪,৮৪৯,৯২২
১৩.০০	বিনিয়োগ বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাবলী			
	ক. যে সকল বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংক সম্পূর্ণরূপে জামানতপ্রাপ্ত হয়েছে এরূপ আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত বিনিয়োগ		৩,২৮১,৫০৪,৪৫০	২,২৪৮,৬৯৫,৪১১
	খ. আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত এমন সব বিনিয়োগ যা সম্পর্কে ব্যাংক ব্যক্তিগত জামানতপ্রাপ্ত হয়েছে		২৪,৮৮৩,০০০	১১,০৬৬,০০০
	গ. আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত এমন সব বিনিয়োগ যা সম্পর্কে দেনাদার ছাড়াও অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যক্তিগত জামানত প্রাপ্ত হয়েছে		–	–
	ঘ. আদায়যোগ্য বা সন্দেহমূলক বিনিয়োগ যা সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হয় না		–	–
		মোট	৩,৩০৬,৩৮৭,৪৫০	২,২৫৯,৭৬১,৪১১
	ঙ. ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত বা অন্য কোনো ব্যাক্তির সাথে যৌথ বা একক দায়িত্বের ভিত্তিতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত এরূপ বিনিয়োগ যাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি বা কোনো প্রাইভেট কোম্পানীর সদস্য হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট		১৭৪,৪১১,০০০	১৪৪,৮৩২,১৬৩
	চ. আলোচ্য বছরে ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারী প্রদত্ত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী প্রদত্ত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বে প্রদত্ত সাময়িক বিনিয়োগসহ সকল বিনিয়োগের মোট পরিমাণ		১৫৫,১৩০,০০০	২৭৩,৫৪৭,৮৭১
	ছ. আলোচ্য বছরে ব্যাংকের পরিচালক বা কর্মচারীকে অনুমোদিত বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচালক বা কর্মচারীর একক বা যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে অনুমোদিত সাময়িক বিনিয়োগসহ সকল প্রকার বিনিয়োগ যাতে উক্ত পরিচালক বা কর্মচারী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক, অংশীদার বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট		২৪১,০৮১,০০০	২৬২,১৬২,৩৩৬
	জ. অন্যান্য ব্যাংক কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য অর্থ		২৩১,৮০০,০০০	–

১৪.০০ আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি

ক্রমিক নং	স্থায়ী সম্পদের বিবরণ	৩১.১২.৯৮ তারিখে প্রারম্ভিক বহির্মূল্য	আলোচ্য বছরে সংযোজন (৬-৭)	আলোচ্য বছরে সমন্বয়	মোট (৩+৪+৫) ৩১.১২.৯৯	১৯৯৯ সালে অবচয়	৩১.১২.৯৯ তারিখে বহির্মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	আসবাবপত্র	২১,২২২,০৭৭	২,২৪৫,৬৮৭	–	২৩,৪৬৭,৭৬৪	২,১২৭,৫৩২	২১,৩৪০,২৩২
২।	সরঞ্জামাদি	২০,৫৫৮,৯৫৫	৩,৪৪১,৫০৬	–	২৪,০০০,৪৬১	৩,৩৪৪,২২৯	২০,৬৫৬,২৩২
৩।	মোটরগাড়ী	২,৭০৯,৩৯৫	১,১৭৯,৮২৭	২০৪,৭৭০	৩,৬৮৪,৪৫২	৬৪৩,৪৬১	৩,০৪০,৯৯১
৪।	বই	৩,৩৬৬,৯৫০	২,৮২৯,৩৬১	–	৬,১৯৬,৩১১	৮৮৩,৭৮৭	৫,৩১২,৫২৪
	মোট	**৪৭,৮৫৭,৩৭৭**	**৯,৬৯৬,৩৮১**	**২০৪,৭৭০**	**৫৭,৩৪৮,৯৮৮**	**৬,৯৯৯,০০৯**	**৫০,৩৪৯,৯৭৯**

১৫.০০ অন্যান্য সম্পদ

	১৯৯৯	১৯৯৮
অগ্রিম ভাড়া	১৯,২০৯,৮২৩	১৮,২১৮,৯৪৯
মজুদ স্টেশনারী	৮,৩২০,৬৯৫	৬,৮৫১,৩৯৫
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সাধারণ হিসাব	–	১৫৭,৪৫৯,২৪৬
বিলম্বিত হিসাব	৩৫,৬১৭,৮৭৮	৩৯,৮৫৪,২৩০
ডি ডি প্রদত্ত হিসাব	৭,২৩০,০০৭	১৪,৭৮০,৪৯৮
অগ্রিম আয়কর (টিডিএস)	২৫,২০৬,১৪৫	৬,৮৬৪,৯৩২
মজুদ স্ট্যাম্প	৪৪,১৮২	৪১,৪১২
নিকাশ সমন্বয়	৮,৩৬৮,৬৯৭	২,১৩৫,৭০৯
অগ্রিম খরচ	১৪২,৫০১	১২৮,৭৯৫
সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসাব	১,৩৬৩,৬৬১	১,১৪৮,৫৪৮
এডজাস্টিং একাউন্ট (ডেবিট) ব্যালেন্স	১৫০,০৯৪	১১২,৪৬৩
এক্সপিবি প্রিমিয়াম পেইড	৫০০,০০০	–
ওয়েজ (WES) ফান্ড ক্রয়	৬৫,৪৫১,৩০৩	২৫,৯৫২,৪১২
প্রাপ্তব্য আয়	৯,৪৪৬,৮০২	৭,৮৪৪,৫১৯
মোট	**১৮১,০৫১,৭৮৮**	**২৮১,৩৯৩,১০৮**

১৬.০০ বেতন, ভাতা ও ভবিষ্য তহবিল

	১৯৯৯	১৯৯৮
বেতন, ভাতা ও ভবিষ্য তহবিল	৪৯,৬৯০,৮৭১	৩৮,১৭৪,০৮১
বোনাস	৩,৮১৬,১৩১	২,৪৪৯,১৬৯
মোট	**৫৩,৫০৭,০০২**	**৪০,৬২৩,২৫০**

১৭.০০ ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি

	১৯৯৯	১৯৯৮
অফিস ভাড়া	১১,৭৫০,২৭১	৯,৯২৮,৮৩৪
ভাড়া ও কর	৭,৮৫৯	২৭,১৬৯
বীমা (ক্যাশ ইন ট্রানজিট/সেইফ/কাউন্টার)	১,০২৩,৮৩৮	৮০৯,৪৮৪
পরিবহন বীমা	১০৩,৩০৪	১৭৩,৪৪০
অন্যান্য বীমা	১,৩৮০,১০৩	৬৩৯,৬৬৫
বিদ্যুৎ খরচ	২,৪৬৬,৯০১	১,৭৬৩,৮৬২
মোট	**১৬,৭৩২,২৭৬**	**১৩,৩৪২,৪৫৪**

			১৯৯৯	১৯৯৮
১৮.০০	**ডাকমাশুল, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স ও স্ট্যাম্প**			
	ডাকমাশুল		১,৫৪০,৩৮৮	৯১৮,৬৩৭
	টেলিগ্রাম		২৩,৪১১	৬০,২৫৯
	টেলিফোন (অফিস)		৫,৪৩০,৩২৪	৪,৫৪৭,৫৮১
	টেলিফোন (আবাসিক)		৩০৮,২২৯	২৭১,৭৭৮
	ফ্যাক্স		৬১,৭১৯	৩৪,০৯৭
	টেলেক্স		৩,২২০,৫৭৬	২,৫১৩,৫১৪
	স্ট্যাম্প		৪,৬৮৩	২৭৫,৮৪৯
		মোট	**১০,৫৮৯,৩৩০**	**৮,৬২১,৭১৫**
১৯.০০	**ব্যাংকের সম্পত্তির অবচয় এবং মেরামত খরচ**			
	আসবাবপত্র		২,১২৭,৫৩২	২,৪৬১,৯২৯
	মোটর ও অন্যান্য যানবাহন		৩,৩৪৪,২২৯	৮০৪,৫৩৪
	যন্ত্রপাতি		৬৪৩,৪৬১	২,০৪৭,৮৭২
	পাঠাগার ও বই		৮৮৩,৭৮৭	৭৪১,৩৯০
	ব্যাংকের সম্পত্তি মেরামত		২,৩৬৮,৬২৪	১,৯০২,৯৩৮
		মোট	**৯,৩৬৭,৬৩৩**	**৭,৯৫৮,৬৬৩**
২০.০০	**ষ্টেশনারী, মুদ্রণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি**			
	ষ্টেশনারী ও মুদ্রণ (বই ও ফরম)		১,৪১৪,২০০	২,২৯৮,৭১০
	মনিহারী দ্রব্যাদি		৭৬৮,৯১৪	৬৬০,৭৩৩
	বিজ্ঞাপন ও প্রচার		১,৭৫২,৭৩৬	৬৭৬,৩০৩
		মোট	**৩,৯৩৫,৮৫০**	**৩,৬৩৫,৭৪৬**
২১.০০	**অন্যান্য খরচ**			
	কনসালট্যান্সি ট্যাক্স		(৫,০০০)	–
	ভ্রমণ খরচ		৫০৪,৩০২	৯৪১,১৮৫
	সাময়িকী ও খবরের কাগজ		১৭০,৬৭২	১১৩,৬২১
	আপ্যায়ন		১,১০২,৩৬৫	১,০৩৯,৭৬০
	জ্বালানী তৈল ও লুব্রিকেন্ট		৭৬৯,২৭০	৭৯৩,৭৬৪
	বিনিয়োগের উপর সরাসরি খরচ		(৯০৬,১৭৫)	(৫৯৫,২৯৯)
	যাতায়াত		৩৪৬,৮০৩	২৯৯,৪৬৮
	কম্পিউটার খরচ		৭১৯,১০২	৪৬৪,৪১৩
	ওয়াসা/গ্যাস		২৭৬,৩৭৯	৯১,৭৬২
	ব্যাংক চার্জ		১৬৯,৫২০	১৯১,২২৩
	প্রশিক্ষণ খরচ		১৬৩,১৮৩	২৫৪,৮০০
	চাঁদা		১২৭,৭০০	৬৬৭,২৫০
	বিবিধ		৯১৮,৬৩০	১,৫০৮,৪৪১
	কর্মচারী কল্যাণ		১০০,০০০	২০০,০০০
	যাকাত		৭৮৫,৩৮৬	১,১৩৮,৪৫০
	আইপিও খরচ		২৫৩,০০০	৪,৫৭৪,৬৪১
	এয়ারকন্ডিশন চার্জ		৯০০	–
	পোষাক		৩৭,৭৮৯	৪,০১২
	পরিবহন ব্যয়		৮৮,৪৪০	৩৯,৫১৬
	সান্ধ্য ব্যাংকিং ভাতা		১৮,৬০০	১৫,২৫০
	ওয়াশিং চার্জ		৮৩,০২৩	৮১,৩৯৩
	শাখা উন্নয়ন ব্যয়		৬২,২৩২	২৫৮,৮৭৫
	২% লেভী		৫৯০,৮৪৬	–
	আবগারী শুল্ক		৪০,২৫০	–
	ইনসেন্টিভ বোনাস		১,৬০০,০০০	–
		মোট	**৮,০১৭,২১৭**	**১২,০৮২,৫২৫**

২২.০০ অন্যান্য	১৯৯৯	১৯৯৮
লকার ভাড়া	৩৫,৭৯১	–
ষ্টেশনারী মুদ্রণ	২,৪৩৫,১১২	৫৯৮,৩৯৫
টেলিফোন ফ্যাক্স চার্জ আদায়	৫৯২,৫৮০	৩৭৪,৫৩২
আইন সংক্রান্ত খরচ আদায়	৩,২৬০	৩০
টেলেক্স চার্জ আদায়	৮,৭৭৯,২৩৩	৫,৮১০,৬৯৮
ডাক ও তার চার্জ আদায়	৩,৭৮৬,৮৩০	২,৩৮৯,৬২৭
বিবিধ	১১,৫২৫,৯০৪	৬,৪৯৬,৬১৮
	২৭,১৫৮,৭১০	**১৫,৬৬৯,৯০০**

২৩.০০ সাপেক্ষ দায়সমূহ

ক. ব্যাংকের বিরুদ্ধে দাবী যা দেনা হিসাবে স্বীকৃত নয়

খ. নিম্নোক্তদের অনুকূলে প্রদত্ত নিশ্চয়তার বিপরীত

ব্যাংকের সম্ভাব্য দায়

পরিচালক অথবা কর্মকর্তাগণ	–	–
সরকার	–	–
ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ	–	–
অন্যান্য প্রাপ্তি	১৫৩,১৯৯,৩৪৭	১০১,৭৪০,৪৬৬
	১৫৩,১৯৯,৩৪৭	**১০১,৭৪০,৪৬৬**
বিয়োগ ঃ মার্জিন	৫৭,৬৮১,০৯১	১২,৫০৮,৮৩৪
	৯৫,৫১৮,২৫৬	**৮৯,২৩১,৬৩২**
গ. বকেয়া আগাম বিনিময় চুক্তির দায়	–	–
	৯৫,৫১৮,২৫৬	**৮৯,২৩১,৬৩২**

স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-	স্বা/-
মোহাম্মদ হোসাইন	**নাজমুল আহসান খালেদ**	**বদিউর রহমান**	**খন্দকার মেসবাহ্ উদ্দিন আহমেদ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	পরিচালক	পরিচালক	পরিচালক

শাখার তালিকা

ক্রমিক নং	শাখার নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর	টেলেক্স
১	মতিঝিল	১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা	(০২) ৯৫৬৯৩৫০	৬৩২৪০৯
২	মৌলভী বাজার	৩, মৌলভী বাজার, ঢাকা	(০২) ২৩১৯৮৯	৬৩২৪৬৭
৩	লালদিঘীরপার	১৪৩৮-১৪৩৯, লালদিঘীর পাড়, সিলেট	(০৮২১) ৭১০৮০৯ ৭১০২৩৫	
৪	আগ্রাবাদ	৩৪, আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম	(০৩১) ৭১৩৩৭৩	
৫	খুলনা	১৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা	(০৪১) ৭২২৪৯৯ ৭২২৩৯৯	
৬	রাজশাহী	২৩৯, সাহেব বাজার রোড, রাজশাহী	(০৭২১) ৭৭৫১৬১ ৭৭৫১৭১	
৭	বগুড়া	২১/১, থানা রোড, কোতয়ালী, বগুড়া	(০৫১) ৭৩৪৬৫ ৭৩৫৬১	৬৩৩৭১৪
৮	সাতক্ষীরা	২৩৮৬, মেইন রোড খান মার্কেট, সাতক্ষীরা	(০৪৭১) ৩৬০৬	
৯	খাতুনগঞ্জ	১৪৬, চাঁন মিয়া লেন, চট্টগ্রাম	(০৩১) ৬২২২৯	
১০	বরিশাল	৪৫, সদর রোড, বরিশাল	(০৪৩১) ৫৩১৪৮	
১১	নবাবপুর রোড	৮৫-৮৭, নবাবপুর রোড, ঢাকা	(০১৮) ২১২৭৪৩ ২৪৯৪৯৪	
১২	বেনাপোল	প্লট নং ২৮৩-২৯৪, বেনাপোল, যশোর	(০৪২২৮) ৮০৬২	
১৩	ভি আই পি রোড	৮৬, ভিআইপি রোড, শান্তিনগর, ঢাকা	(০২) ৯৩৪৫৮৭১-২ ০১৮-২১২-২১২৭৫৪	
১৪	মতিঝিল কর্পোরেট	১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	(০২) ৯৫৬৩৮৭৩ ৯৫৬৩৮৮৪ ০১৮-২১২-৭৪৮	
১৫	উত্তরা মডেল টাউন	হাউজ নং-১৩, রোড নং-১৪/এ সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা	(০২) ৮৯৬৪৫৪	
১৬	নিউ এলিফ্যান্ট রোড	৯১, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা	(০২) ৯৬৬৫৩২৩	
১৭	জুবিলী রোড	২২১, কাদের প্লাজা, চট্টগ্রাম	(০৩১) ৬৩৭৬৮০-১	
১৮	নর্থ-সাউথ রোড	২৩, মালিটোলা লেন নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা	(০২) ৯৬৬৭৪৬০	

ক্রমিক নং	শাখার নাম	ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর	টেলেক্স
১৯	মহাখালী	৫৬-৫৯, আমতলী, মহাখালী, ঢাকা	(০২) ৮৭০৪১৯ ৮৭০৫৮৭	
২০	মিরপুর	৫/এইচ-সি, দারুস সালাম রোড মিরপুর, ঢাকা	(০২) ৯০০৮১২৩ (০২) ৯০১০৬২৩	
২১	ময়মনসিংহ	১২, ছোট বাজার, কোতোয়ালী, ময়মনসিংহ	(০৯১) ৫৩৬১৪	
২২	জিন্দাবাজার	জালালাবাদ হাউজ, জিন্দাবাজার মেইন রোড, কোতোয়ালী, সিলেট	(০৮২১) ৭২২০৭৮-৯	
২৩	মৌচাক	৯০/এ, ৯০/১, সিদ্ধেশ্বরী রোড মৌচাক, ঢাকা	(০২) ৮৪২৩৭৩ ৯৩৩৯০০৬	
২৪	সৈয়দপুর	১৩, রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং প্লট জিকরুল হক রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী	০৫৫২২১৭০-২৬২২	
২৫	ও আর নিজাম রোড	৯৪৩, ও আর নিজাম রোড, চট্টগ্রাম	০১৮-৩১০৭৭০ (০৩১) ৬৫৬৫৬৭-৮	
২৬	মৌলভী বাজার	৯৯-১০০, সেন্ট্রাল রোড, মৌলভী বাজার	(০৮৬১) ৫৪১০৬-৭	
২৭	চৌমুহনী	৮৫৭-৮৫৮, হাজীপুর, ফেনী রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী	(০৩২১) ৩০০০	
২৮	কুমিল্লা	২৫৭/২৪০, হাজী ম্যানশন, মনোহরপুর কোতোয়ালী, কুমিল্লা	(০৮১) ৪৬৪৭ (০৮১) ৪৫৪৬	
২৯	যশোর	৩০, এম কে রোড, যশোর	(০৪২১) ৭৩৪৯৪ ৭৩৫৬৯	
৩০	ধানমন্ডি	আহমেদ টাওয়ার, বাড়ী নং-৫৪ সড়ক নং ৪/এ, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা	(০২) ৮৬১০৯১৩	
৩১	মহাদেবপুর	প্লট নং-৪২৫, মহাদেবপুর, নওগাঁ	(০৭৪২৫) ৮১০৪২	
৩২	রূপসপুর	প্লট নং-১০২১, রূপসপুর, শ্রীমঙ্গল মৌলভীবাজার	(০৮৬২৬) ৮৮১৩০	
৩৩	মাধবদী	৬৯১-৬৯৪, মাধবদী বাজার, মাধবদী নরসিংদী	৯৩৫১৮০৫	
৩৪	পাগলা	প্লট নং ৫৭৩, পাগলা, ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জ	০১৭-৫২৫৫৮৮১ ৭৬০৪৩৫৬	
৩৫	জয়দেবপুর	নাসির সুপার মার্কেট (দ্বিতীয় তলা), চন্দ্রা চৌরাস্তা, জয়দেবপুর, গাজীপুর	(০৬৮১) ৫৬১৯৬ ০১৮-২১২৭৪৫	

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

প্রধান কার্যালয়

১৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

প্রতিনিধি পত্র
(PROXY FORM)

ফলিও নং

শেয়ার সংখ্যা

আমি / আমরা

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর শেয়ার হোল্ডার এতদ্বারা জনাব

কে আমার/ আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে ২১ নভেম্বর, ২০০০ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠেয় ব্যাংকের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং এর যে কোনো মুলতবী সভায় উপস্থিত থাকার এবং আমার/আমাদের পক্ষে ভোট দেয়ার জন্য নিযুক্ত করলাম।

আমার / আমাদের সম্মুখে তিনি ..... তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন।

রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প

প্রতিনিধির স্বাক্ষর

শেয়ারহোল্ডারের স্বাক্ষর

ফলিও নং ঃ

বিঃ দ্রঃ ১। প্রতিনিধিপত্র যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে ৮.০০ টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পসহ সভার নির্ধারিত সময়ের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে / শেয়ার বিভাগে (১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা) অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

হাজিরা পত্র
(ATTENDANCE SLIP)

আমি অদ্য ২১ নভেম্বর, ২০০০ তারিখে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, রমনা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভায় আমার উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করলাম।

সদস্য / প্রতিনিধির নাম

ফলিও নং ঃ

শেয়ার সংখ্যা ঃ

স্বাক্ষর

তারিখ

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, নিজে উপস্থিত হলে অথবা প্রতিনিধি পাঠালে হাজিরা পত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সভা কক্ষে প্রবেশের সময় দেখাতে হবে। সভা কক্ষের আসন কেবলমাত্র সম্মানিত শেয়ারহোল্ডার/প্রতিনিধিদের জন্যে সংরক্ষিত।